Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শবনম মোস্তারী

রোলঃ 216020190

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শবনম মোস্তারী

রোলঃ 216020190

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “গীবত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শবনম মোস্তারী , আইডিঃ 216020190 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "গীবত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

শবনম মোস্তারী

আইডিঃ 216020190

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা:

আমরা অপ্রয়োজনে অভ্যাস এর বশবর্তী হয়ে অপরের দোষ চর্চা করে একটি মারাত্মক কবিরা গুনাহে লিপ্ত হই। অপরের দোষচর্চা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যের দোষ চর্চা না করলে যেন পেটের ভাত হজম হতে চায় না। মনে হয় যেন কি একটা অপ্রয়োজনীয় কাজ করা হয়নি। যেখানেই অন্তত দুইজনের জটলা দেখা যায় সেখানেই অন্য কিছু না করলেও অপরের দোষ চর্চা অবশ্যই করা হয়। এ যেন হিরোইন সেবীদের মত আমাদের সকলের পরিত্যাগ অযোগ্য এক অভ্যাস। হেরোইন সেবন একটি ব্যক্তিকে ধ্বংস করে কিন্তু অপরের দোষ চর্চা একটি সমাজের ধ্বংস করে ফেলে ।তাই এই অভ্যাস অত্যন্ত বিপদজনক এবং মারাত্মক। এই অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে এবং তদস্থলে নিজের দোষের চর্চা করতে হবে,তাহলে ধনের সংশোধনের পথ পাওয়া যাবে, জীবনকে উন্নত করা যাবে।

গিবত এর সংজ্ঞা:

ইসলামে পরনিন্দাকে গীবত (غيبة) বলা হয়। ইসলামে একে সাধারণভাবে বড় পাপ হিসেবে ধরা হয়েছে এবং কুরআনে একে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মত ঘৃণিত কাজের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

'গীবত' শব্দের আভিধানিক অর্থ দোষারোপ করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, কারও অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যের সামনে তুলে ধরা। ইসলামী শরিয়তে গীবত হারাম ও কবিরা গুনাহ। যারা অগ্র-পশ্চাতে অন্যের দোষ বলে বেড়ায় তাদের জন্য ইসলামে ধ্বংসের দুঃসংবাদ রয়েছে। (মুসলিম)।

অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলি উল্লেখ করা।

রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘গিবত কাকে বলে? তোমরা কি তা জানো?

উপস্থিত সবাই বললেন, ‘আল্লাহ আর তাঁর রাসুল (সা.) ভালো জানেন।’

রাসুলুল্লাহ (সা.) তখন বললেন, ‘জিকরুকা আখাকা বিমা ইয়াকরাহু।’ অর্থাৎ ‘গিবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কথা (দোষ) বর্ণনা করা, যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে।’ কারও অনুপস্থিতিতে অন্যের সামনে তার দোষ নিয়ে আলোচনা করাই গিবত।

সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, বর্ণনা করা দোষ যদি ওই ভাইয়ের (আলোচিত ব্যক্তিটির) মধ্যে থাকে, তাহলেও কি তা গিবত হবে?

রাসুল (সা.) বললেন, যদি তা সঠিক থাকে হয়; তবেই তা গিবত। অন্যথায় তা হবে অপবাদ। (মুসলিম, হাদিস: ৬৩৫৭; বুখারি, হাদিস: ৫৬১৩)

গিবত বা পরনিন্দা মহাপাপ:

ইসলামে গিবত বা পরনিন্দা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ। গিবত করা ও গিবত শোনা সমান অপরাধ। অনেকে পরনিন্দাকে নিষিদ্ধ বলে মনেই করেন না। মদ্যপান, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার ইত্যাদির চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্টতম পাপ ও কবিরা গুনাহ গিবত।

গিবত নিয়ে কোরআন হাদিসে কি আছে:

কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ কোরো না। আর তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না।’ (সুরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)

কোরআনে আরও আছে, দুর্ভোগ এদের প্রত্যেকের যে সামনে ও পেছনে লোকের নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় ও বারবার তা গোনে, ভাবে যে এ অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না। তাকে তো ফেলা হবে হুতামায়। হুতামা কী, তুমি কি তা জান? এটা আল্লাহর প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃৎপিণ্ডগুলোকে গ্রাস করবে, ওদেরকে বেঁধে রাখবে দীর্ঘায়িত স্তম্ভে। (সুরা হুমাজা, আয়াত: ১-৯)

মহানবী হজরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, 'পরচর্চাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যখন আমাকে মিরাজে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমাকে তামার নখওয়ালা একদল লোকের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা তাদের নখগুলো দিয়ে মুখমণ্ডলে আর বুকে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাইল! এরা কারা? জিবরাইল (আ.) বললেন, এরা দুনিয়াতে মানুষের গোশত ভক্ষণ করত এবং তাদের মানসম্মান নষ্ট করত। অর্থাৎ তারা মানুষের গিবত ও কুৎসা করত।' (আবু দাউদ)।

যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

কোরআন ও হাদিসের আলোকে:

মুসলিমদের গীবত ও তাদের মান-ইজ্জতে অহেতুক নাক গলানো এখন একটি জনপ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ গীবত করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মানুষ যাতে গীবতকে ঘৃণা করে এবং তাতে নিরুৎসাহ হয় সেজন্য আল্লাহ তা'আলা প্রত্যাদেশ করেছেন। সর্বোপরি তিনি গীবতকে এমন ঘৃণ্যভাবে চিত্রিত করেছেন, যে কোনো মনই তার প্রতি বিতৃষ্ণ হবে। তিনি বলেছেন,

﴿وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ﴾ [الحجرات: ١٢]

"তোমরা একে অপরের যেন গীবত না কর। তোমাদের কেউ কি স্বীয় মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ পছন্দ করে? অনন্তর তোমরা তা অপছন্দ কর"। [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২]

'গীবত'-এর পরিচয় প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

«أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»

"তোমরা কি জান 'গীবত' কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তোমার ভাই যে কথা অপছন্দ করে তার সম্পর্কে সে কথা বলার নাম গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তবেই তুমি তার 'গীবত' করলে। আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তাকে অপবাদ দিলে"।

সহীহ মুসলিম; মিশকাত, হাদীস নং ৪৮২৮।

মানুষের মধ্যে যে দোষ আছে এবং যার চর্চা সে অপছন্দ করে তা আলোচনা করাই গীবত। চাই সে দোষ তার শরীর সংক্রান্ত হোক কিংবা দীন ও চরিত্র বিষয়ক হোক কিংবা আকার-আকৃতি বিষয়ক হোক। গীবত করার আঙ্গিক বা ধরণও নানা রকম রয়েছে। যেমন, ব্যক্তির দোষ আলোচনা করা, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে তার কর্মকাণ্ড তুলে ধরা ইত্যাদি।

আল্লাহ পাকের নিকটে গীবত বড়ই কদর্য ও খারাপ কাজ হওয়া সত্ত্বেও মানুষ গীবতের ব্যাপারে খুবই উদাসীনতা দেখিয়ে থাকে। এজন্য গীবতের ভয়াবহতা প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ«

“সূদের (পাপের) ৭৩টি দরজা বা স্তর রয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নতম স্তর হচ্ছে স্বীয় মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া তুল্য পাপ এবং ঊর্ধ্বতম স্তর হলো কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তার এক ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের হানি ঘটানোতুল্য পাপ”। ত্বাবরাণী; সিলসিলা সহীহুল হাদীস নং ১৮৭১।

যে মজলিসে কারও গীবত করা হয় সেখানে যে ব্যক্তিই উপস্থিত থাকুক তাকে তা নিষেধ করা ওয়াজিব। যে ভাইয়ের গীবত করা হয় তার পক্ষ নিয়ে সাধ্যমত তাকে সহযোগিতা করাও আবশ্যক। সম্ভব হলে ঐ মজলিসেই গীবতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ«

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন”।

মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৮৩; তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৩১।

অধিকাংশ গিবতের আসরের সূচনাটা যেভাবে হয়:

'যদিও গীবত করা ভালো না, তারপরও একটা সত্য কথা বলি...'। হ্যাঁ, এই কথাটি দিয়েই আমরা শুরু করি। গিবতের সূচনাটা এখন এভাবেই, একটা সত্য কথা বয়ান করার ছলেই অধিকাংশ লোককে করতে দেখা যায়। গল্পের আসরে সরাসরি তো আর গিবত করা যায় না! একটা সঙ্কোচবোধ থাকা উচিত না! তাই এই কথাটা দিয়ে গিবত জায়েজের বৃথা চেষ্টা আর কি! গিবতটা আসলে কি? গিবত তো হচ্ছে, কারো বিষয়ে তার পেছনে এমন কথা বলা যা তার সামনে বললে যদি সে কষ্ট পায় যদিও কথাটি সত্য হোক না কেন। সত্য হলে গিবত আর বানিয়ে বললে হবে মিথ্যা অপবাদ, যা গীবতের চেয়েও মারাত্মক।

গিবত, আজকের সমাজের অন্যতম ব্যাধি:

প্রিয় ভাই এবং বোনেরা, বর্তমানে আমাদের সমাজের অনাকাঙ্খিত এবং রুঢ় বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা গিবত করতে খুব ভলোবাসি। গিবত না করতে পারলে আমাদের পেটের ভাত হজম হয় না। গিবত না করতে পারলে চায়ের আডডা জমে না। গিবত না করে যেন একটি দিনও আমাদের কাটে না। গিবত আজ আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অপ্রত্যাশিত অনুসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘরে বাইরে আজ গিবতের সয়লাব। আজকের সমাজের অন্যতম ব্যাধি এই গিবত। ধর্মীয় জ্ঞানের অপ্রতুলতা, সঠিক শিক্ষার অভাবের ফলে আমাদের অধিকাংশ লোক জানেই না এই গিবতের শাস্তি কত ভয়াবহ! আরও দু:খজনক বিষয় হচ্ছে, আমাদের ভেতরে অনেকেই আবার এমনও রয়েছি, যাদের ঠিক জানাও নেই যে, গিবত কাকে বলে!

বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি। বহু দিন পূর্বের ঘটনা। পরিচিত এক ভদ্রলোককে অন্য এক ব্যক্তির পেছনে (অনুপস্থিতে) তার গিবত করতে দেখলাম। তাকে এই কাজ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলে তিনি বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বললেন, 'আমি তো গিবত করছি না। আমি যা বলেছি, এগুলো তো সত্য কথা। তার যে দোষ বর্ণনা করেছি এসব দোষ তো তার আসলেই রয়েছে। তাহলে এসব কথা গিবত হয় কিভাবে?'

তাকে গিবতের বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পরে তিনি তার ভুল বুঝতে পারলেন।

এই বিষয়ে অামাদের সকলের জানা প্রয়োজন। আজ আমরা গিবত সম্পর্ক জানব। গিবত থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে জানবো। আল্লাহ পাক অামাদের তাওফিক দান করুন।

গিবত ও চোগলখোরী; পাশাপাশি কঠিনতম দুই অপরাধ:

ইতোমধ্যেই উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মানুষের অজান্তে দোষ বর্ণনার নাম গিবত, যদিও উক্ত দোষ তার মাঝে বর্তমান থাকে। পক্ষান্তরে চোগলখোর ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে মানুষের মাঝে ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে। গিবতকারী ও চোগলখোরের মধ্যে পার্থক্য এই যে, চোগলখোরের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে। আর গিবতকারীর মধ্যে তা থাকা শর্ত নয়। গিবতকারী ও চোগলখোরেরা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ঝগড়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে থাকে। মানুষের পারস্পরিক ভালবাসাকে শত্রুতায় পরিণত করে। তারা মানুষের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক। তাদেরকে দেখা যায়, একজনের কাছে একরকম এবং অন্যজনের কাছে অন্যরকম চেহারা

নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তারা নিজেদের ইচ্ছামত যখন যা খুশী তাই বলে থাকে। কবরের আযাবের অন্যতম কারণ এই চোগলখোরী।

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন-

'আল্লাহ মন্দ কথা প্রকাশ করা ভালোবাসেন না, তবে কারও ওপর জুলুম করা হয়ে থাকলে অন্য কথা। জেনে রেখ, আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন।' (সূরা নিসা : ১৪৮)

আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু বলেনঃ- একদা আমরা নাবী কারীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে ছিলাম। এমতাবস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, 'তোমার দাঁত খিলাল কর।' লোকটি বলল, 'কি কারণে দাঁত খিলাল করব? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি।' তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করেছ অর্থাৎ 'গিবত' করেছ।' (মিশকাত)

গিবত করলে কবরে শাস্তি হয়:

একবার রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না (যা থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্য সহজ ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চোগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারনে। (পেশাবের ছিটা থেকে বেঁচে থাকতো না) অপর হাদিসে চোগলখোরীর পরিবর্তে গিবত করার কথা উল্লেখ রয়েছে। মুসলিম ,আবূ দাউদ, তিরমিযী, (হাদিস সহীহ্)

গিবত, বহু কষ্টে অর্জিত আপনার পূণ্যকে অন্যের আমলনামায় ট্রান্সফার করে দেয়ার মাধ্যম:

যার গিবত করা হয় তার আমলনামায় গিবতকারী ব্যক্তির অর্জিত পূণ্য ট্রান্সফার করে দেয়া হয়। যার গিবত করা হচ্ছে তার গুনাহগুলো গিবতকারীর কাছে চলে যাবে আর গিবতকারীর নেক আমলগুলো যার গিবত করা হয়েছে তার কাছে চলে যাবে। এভাবে হাশরের ময়দানে প্রচুর আমল নিয়ে আসলেও শুধুমাত্র গিবত করার কারণে আমাদের আমলগুলো অন্যদেরকে দিয়ে দিতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে নিচে একখানা হাদিস উল্লেখ করা হলো-

প্রকৃত দরিদ্র কে?

হাদিস শরিফে এসেছে, একবার রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো, দরিদ্র কে? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, যার হাতে টাকা-পয়সা নেই। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। মূলত: দরিদ্র সে নয়। বরং প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়া থেকে অসংখ্য নেক আমলসহ বিদায় নিবে। নামাজ-রোজা, দান-সদকা, জিকির-তাসবীহসহ হাজারো নেক আমল তার আমলনামায় মওজুদ থাকবে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন হিসাব শুরু হবে, তার আমলনামার পাশে মানুষের ভিড় জমে যাবে। কেউ দাবি করবে, আমি এ ব্যক্তির নিকট হক পাই, যেহেতু সে দুনিয়াতে আমার হক নষ্ট করেছে। কেউ বলবে, এ ব্যক্তি আমার গিবত করেছে। আরেকজন বলে উঠবে, এ ব্যক্তি আমাকে হিংসা করেছে। অপরজন দাবি জানাবে, এ ব্যক্তি আমার সাথে অনধিকার চর্চা করেছে। এভাবে একেকজন একেকভাবে তার কাছে অধিকার দাবি করবে। আখিরাতের জীবনে তো টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পদ ইত্যাদি থাকবে না, যেগুলো দ্বারা হক পূর্ণ করা যাবে। আখিরাতের টাকা-পয়সার নাম একমাত্র নেক আমল। সুতরাং, প্রত্যেকে নিজস্ব হক বাবদ এ ব্যক্তির নেক আমলগুলো নিয়ে যাবে। একজন নামাজ নিয়ে যাবে, অপরজন রোজা নিয়ে যাবে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে নিয়ে শিক্ষনীয় সুন্দর একটি ঘটনা:

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব। উভয়ের দরবারেই দরস বসত। একদিন হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. কে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে আপনি কেমন ধারণা পোষণ করেন? তিনি উত্তর দিলেন, ইমাম আবু হানিফা রহ. তো বড় কৃপণ লোক। লোকটি বলল, আমরা তো শুনেছি, তিনি খুব দানশীল। সুফিয়ান সাওরী রহ. বললেন, তিনি এতো বড় বখিল যে, নিজের নেক আমল কাউকে দিতে চান না, অথচ অন্যের নেক আমল নিজে নিয়ে নেন। সেটা এভাবে যে, মানুষ তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করে, যার ফলে সমালোচকদের নেক আমল তাঁর আমলনামায় চলে যায়। অন্যদিকে তিনি সমালোচনা করেন না এবং সমালোচনা শুনেনও না। এজন্যই বলছি, তিনি পার্থিব দৃষ্টিকোণে খুব দানশীল হলেও আখিরাতের দৃষ্টিকোণে নিতান্তই কৃপণ।

গিবত সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য:

গিবত করা হারাম ও মারাত্মক অপরাধ। কোনো অবস্থাতেই গিবত বৈধ নয়। চাই তা কারো সামনে কিংবা পেছনে হোক। তবে মানুষের পেছনে গিবত করা অধিকতর দোষণীয় অপরাধ। কিন্তু জেনে হোক কিংবা না জেনে গিবত করে ফেলেছেন, এখন গিবতের অপরাধ থেকে বাঁচতে করণীয় কী? গিবতের মত সমাজের সর্বোতব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এমন ভয়ঙ্কর অপরাধ করা থেকে বাঁচতেই বা করণীয় কী?

ঝগড়া নয়, উত্তম কথা দিয়ে গিবতকারীকে থামিয়ে দিন:

গিবত যেমন হারাম কাজ, তেমনি গিবতকালীন সময় যারা তা শুনে তারাও সমান অপরাধী। তাই যখন কেউ কারো সামনে গিবতে লিপ্ত হয়, তখন তার উচিত গিবতকারীকে সুন্দর

উপদেশের মাধ্যমে থামিয়ে দেয়া। তাকে গিবতের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। তা করতে পারলেই গিবতের পরিমান কমে আসবে।

গিবত থেকে মুক্তি লাভে করণীয়:

গিবত করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে, তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা অনেক কঠিন। তাইতো মহান প্রভু ব্যভিচারের অপরাধ ক্ষমা করলেও গিবতের অপরাধ ক্ষমা করবেন না। তবে গিবতের ভয়াবহ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন-

'গিবত বা পরনিন্দা ব্যভিচার হতেও জঘন্য অপরাধ। সাহাবাগণ বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! গিবত কিভাবে ব্যভিচার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধ হতে পারে?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'ব্যভিচার করার পর মানুষ আল্লাহর কাছে তাওবা করলে আল্লাহ তাআলা তাওবা কবুল করেন। কিন্তু গিবতকারী ব্যক্তিকে যে পর্যন্ত ওই ব্যক্তি (যার গিবত করা হয়েছে সে) ক্ষমা না করে; ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহও তাকে (গিবতকারীকে) ক্ষমা করেন না।' (মিশকাত)

এক. যার গিবত করা হয়েছে তার নিকট থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে:

এ হাদিস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, গিবত জঘন্য অপরাধ। তবে কারো দ্বারা গিবত হয়ে গেলে সে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেবে কিংবা (মারা গেলে) গর্হিত গিবতের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ তার গোনাহ মাফে দোয়া করতে হবে।

দুই. যার গিবত করা হয়েছে তার গোনাহমাফির জন্য দুআ করবে:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিঃসন্দেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কুৎসা রটনায় লিপ্ত ছিলে তার জন্য এভাবে দোয়া কর- ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার ও (যার গিবত করা হয়েছে) তার গোনাহ মাফ করে দাও। (মিশকাত)

আশা করা যায়, গিবতকারীর কাছ থেকে ক্ষমা লাভে তাকে না পেলে তার জন্য এভাবে দোয়া করলে হয়ত আল্লাহ তাআলা গিবতকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন।

তিন. গীবত থেকে বেঁচে থাকতে সর্বাবস্থায় অপরের কল্যানকামী হওয়া অত্যন্ত জরুরি:

এ থেকে বাঁচার অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে অপরের কল্যাণ কামনা করা। কেননা, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘দ্বীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।’

চার. নিজের উপরে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া:

আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ অর্থাৎ যে কোনো প্রয়োজনে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন আল্লাহ তাআ'লা সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

‘তারা নিজের ওপর অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে।’

গিবত শুধু মুখে বলার দ্বারা হয় তা নয়, বরং ইশারা-ইঙ্গিত ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারাও গিবত হয়। গিবত করা ও শোনা দুটিই সমান অপরাধ। জীবিত ও মৃত উভয় ধরনের মানুষের গিবত করা হারাম। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা একে অন্যের দোষত্রুটি অন্বেষণ কোরো না এবং পরস্পর গিবত কোরো না।

যেসব মানুষের গিবত করা যায়:

প্রশ্ন: কোনো ব্যক্তি যদি এমন হয় যে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষ তাকে অনুসরণ করে, অথচ তার চিন্তাচেতনার মধ্যে ভ্রান্তি আছে, এমন ব্যক্তির অনিষ্টতা ও ভ্রান্তি বিষয়ে তুলে ধরা কি গিবত হবে?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তি হয়, আর তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাচেতনা ভ্রান্ত হয়, তাহলে মানুষের সামনে তার ভ্রান্ত চিন্তা তুলে ধরা যাবে, যাতে মানুষ ওই ব্যক্তির বিভ্রান্তিপূর্ণ চিন্তাচেতনার শিকার হয়ে পথভ্রষ্ট না হয়। এটা শরিয়তের দৃষ্টিতে গিবত হবে না।

বরং মানুষের দ্বিনের হেফাজতের জন্য ভারসাম্য বজায় রেখে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থেকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ করে সেই ব্যক্তির বিভ্রান্তিমূলক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় প্রয়োজন।
ইমাম নববী (রহ.) 'রিয়াজুস সালেহিন' কিতাবে এবং ইমাম গাজ্জালি (রহ.) 'ইহইয়া' কিতাবে লিখেছেন, ধর্মীয় উদ্দেশ্যে একজন মৃত বা জীবিত ব্যক্তির গিবত করা বৈধ, বিশেষত যখন এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ থাকে না।

আর ছয় স্থানে এই বৈধতা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চতুর্থ নম্বর হলো, কোনো ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের হেফাজত করা এবং তাদের নসিহত করা।
আর পঞ্চম নম্বর হলো, যদি সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিদআত প্রকাশ করে, তাহলে শুধু ততটুকুই মানুষের সামনে বলা যাবে, যতটুকু ওই ব্যক্তি প্রকাশ করেছে। এর বেশি তার কোনো দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করবে না।

যে ছয়টি কারণে গিবত করা জায়েজ:

এক. জুলুম থেকে নিজে বাঁচতে, অন্যকে বাঁচাতে জালিমের ব্যাপারে এমন ব্যক্তির কাছে গিবত করতে পারবে, যে একে প্রতিহত করতে পারবে।

দুই. খারাপ কাজ বন্ধ করার জন্য সাহায্য চাইতে এমন ব্যক্তির কাছে গিবত করতে পারবে, যে তা বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে।

তিন. কোনো বিষয় সম্পর্কে ইসলামী বিধান জানতে গিবত করে মূল বিষয় উপস্থাপন করা জায়েজ আছে। যেমন—এ কথা বলা যে অমুক ব্যক্তি আমাকে আঘাত করেছে, আমার জন্য কি তাকে আঘাত করা জায়েজ? ইত্যাদি।

চার. সাধারণ মুসলমানদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বাঁচাতে গিবত করা জায়েজ। যেমন—সাক্ষ্য সম্পর্কে, হাদিস ও ইতিহাস বর্ণনাকারী সম্পর্কে, লেখক, বক্তা প্রমুখ সম্পর্কে জনসমক্ষে বলা বৈধ, যাতে মানুষ তার ধোঁকা ও মিথ্যাচার থেকে বাঁচতে পারে।

পাঁচ. প্রকাশ্যে যদি কেউ গর্হিত কাজ করে, তাহলে তার অপকর্ম এমন ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা যায়, যারা এর দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া থেকে বাঁচতে পারে। যেমন—কেউ প্রকাশ্যে মদ খায়, তাহলে মানুষের সামনে তার সম্পর্কে বলা জায়েজ। যেন এমন খারাপ কাজ করতে ভবিষ্যতে কেউ সাহস না করে।

ছয়. কারো পরিচয় প্রকাশ করতে তার গিবত করা যায়, যদি সে এই নামে প্রসিদ্ধ হয়। যেমন—কেউ কানা। তার পরিচয় দেওয়া দরকার। কিন্তু কানা বললেই সবাই চিনে ফেলে। তখন কানা বলা বাহ্যিক দৃষ্টিতে গিবত হলেও এটা বলা বৈধ। এতে গিবতের গুনাহ হবে না। (তাফসিরে রুহুল মাআনি : ১৪/২৪২, সুরা : হুজরাত, আয়াত : ১২)

কেউ গিবত শুনলে কি হবে:

অনেকে ভাবতে পারেন আমি তো গীবত করি না। অন্যে বলে আমি কেবল শুনি। না, তাদেরও রক্ষা নেই। কারণ তারা গীবতকারীকে সাহায্য করছে এই পাপ কাজ করতে। গীবতকারী গীবত করার জন্য যদি কাউকে না পায়, তা হলে সে আর গীবত করতে পারবে না। তাই গীবত শ্রবণকারীদের জন্যও রয়েছে পাপের হুকুম। যে গীবত শোনে সেও গীবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায়। হাদিস শরিফে আছে, যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গীবত করে তখন তাকে থামতে বলুন, আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তবে সেখান থেকে সরে আসুন। কোনোভাবেই গীবত শোনা যাবে না। গীবতকারীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' (বুখারি ও মুসলিম)

অনুমান করে কথা বলা:

অন্য মানুষের অধিকার নষ্টের একটি বিশেষ দিক গীবত বা পরনিন্দা করা। কোনো মানুষের অনুপস্থিতিতে তার কোনো সত্যিকারের দোষত্রুটি বলাই ইসলামের পরিভাষায় গীবত। যেমন,- একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, জামাত কাযা করে, ধুমপান করে, স্ত্রী পর্দা করে না, দ্বীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ..., ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তার অনুপস্থিতিতে তার এই দোষ উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত করা বান্দার হক্ক সংশিলষ্ট পাপ। সংশিলষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এই অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"খবরদার! তোমরা অবশ্যই অনুমান-ধারণা থেকে বহুদূরে থাকবে। কারণ অনুমান ধারণাই সবচেয়ে বড় মিথ্যা। এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় জানার চেষ্টা করবে না, গোপন দোষ সন্ধান করবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, পরস্পরে বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না এবং পরস্পরে শত্রুতা ও সম্পর্কচেছদ করবে না। তোমরা পরস্পরে ভাইভাই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাও।" সহীহুল বুখারী ৩/১০০৯, ৫/১৯৭৬, ২২৫৩, ৬/২৪৭৪; সহীহ মুসলিম ৪/১৯৮৫।

এভাবে আমরা জানতে পারছি যে, অনুমানে কথা বলা এবং অন্যের দোষ অনুসন্ধান করা হারাম। শুধু তাই নয়, অনুসন্ধান ছাড়াও যদি অন্যের কোনো দোষত্রুটি মানুষ জানতে পারে তা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা গীবত ও হারাম।

গীবত ১০০% সত্য কথা। কোনো ব্যক্তির ১০০% সত্য দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করার নামই গীবত। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন,

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغِيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهَتَّه

রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, তোমরা কি জান গীবত বা অনুপস্থিতের নিন্দা কী? সাহাবীগণ বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই (সা.) ভাল জানেন। তিনি বলেন, তোমার ভাইকে তার অনুপস্থিতিতে এমনভাবে উল্লেখ করা যা সে অপছন্দ করে। তখন প্রশ্ন করা হলো, বলুন তো, আমি যা বলছি তা যদি সত্যই আমার ভাইয়ের মধ্যে বিরাজমান হয় তাহলে কি হবে?

তিনি বলেন, তুমি যা বলছ তা যদি সত্যই তার মধ্যে বিরাজমান থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি তা তার মধ্যে না থাকে তাহলে তুমি তার মিথ্যা অপবাদ করলে।" সহীহ মুসলিম ৪/২০০১।

আমরা ভাবি, সত্য কথা বলব তাতে অসুবিধা কি? আমরা হয়ত বুঝি না বা প্রবৃত্তির কুমন্ত্রনায় বুঝতে চাই না যে, সব সত্য কথা জায়েয নয়। অনেক সত্য কথা মিথ্যার মত বা মিথ্যার চেয়েও বেশি হারাম। আবার কখনো বলি, আমি এ কথা তার সামনেও বলতে পারি। আর সামানে যা বলতে পারেন তা পিছনে বলাই তো গীবত।

সুতরাং অন্যের সমালোচনায় মত্ত না থেকে নিজের দোষগুলো খুঁজে বের করি আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই যাতে করে নিজের দোষগুলো কাটিয়ে উঠতে পারি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল গীবত কি ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ কোনো ব্যক্তি ব্যভিচারের পর (বিশুদ্ধ) তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন। কিন্তু গীবতকারীকে যার গীবত করা হয়েছে, তিনি মাফ না করলে আল্লাহ মাফ করবেন না। (মুসলিম) গীবতের কাফফারা হলো, তুমি যার গীবত করেছ, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি এভাবে করবে, হে আল্লাহ তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও। (বায়হাকি)

গীবতের নিন্দায় এবং এর কঠোরতম শাস্তির বর্ণনায় অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এখানে সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয়ের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :

ধার্মিক মানুষদের পতনের অন্যতম কারণ গীবত। সমাজের অধিকাংশ ধার্মিক, আলিম, যাকির, আবিদ, ইসলামের দাওয়াত, তাবলীগ, আন্দোলন ইত্যাদিতে নিয়োজিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম সকলেই এই কঠিন বিধ্বংসী পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ি। সাধারণত আমরা নিজেদের

সহকর্মী, সঙ্গী অথবা অন্য কোনো দলের বা মতের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির গীবত করে মজা পাই। এছাড়া সমাজের ব্যবসায়ী, নেতৃস্থানীয় মানুষ সকলেরই ব্যক্তিগত সমালোচনা ও গীবত করে আমরা তৃপ্তি পাই। অনেক সময় আমরা গীবতকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণিত করতে গিয়ে বলি- 'আমি এ সকল কথা তার সামনেও বলতে পারি'। সামনে যে কথা বলা যায় সে কথা অগোচরে বললে গীবত হবে। অনেক সময় আমরা গীবতকে ইসলামী বা ধর্মীয় রূপদান করি। লোকটি অন্যায় করে, পাপ করে তা বলব না? এখানে আমাদেরকে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে:

প্রথমত, কোনো ব্যক্তির অন্যায় দেখলে বা জানলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব। কিন্ত তার অন্যায়ের কথা তার অনুপস্থিতিতে অন্য মানুষের সামনে আলোচনার নামই গীবত, যা কঠিনভাবে হারাম। গীবতের মাধ্যমে কোনোদিনই কাউকে সংশোধন করা যায় না। শুধুমাত্র নিজের শয়তানী প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তির দোষত্রুটির কথা তার অনুপস্থিতিতে বলার একটিই শরীয়ত সম্মত কারণ আছে, অন্য কাউকে অধিকতর ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এক্ষেত্রেও মুমিনকে বুঝতে হবে যে, এই কাজটি একটি ঘৃণিত কাজ। একান্তই বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই না বলা।

তৃতীয়ত, গীবত কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে হারাম করা হয়েছে। কুরআন কারীমে বা সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে গীবতকে কোনো অবস্থায় হালাল বলা হয় নি। শুধু কোনো মানুষ বা জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনে তা বৈধ হতে পারে বলে আলিমগণ মত প্রকাশ করেছেন। এখন মুমিনের কাজ কুরআন ও হাদীস যা নিষেধ করেছে তা ঘৃণাভরে পরিহার করবেন। এমনকি সেই কর্মটি কখনো জায়েয হলেও তিনি তা সর্বদা পরিহার করার চেষ্টা করবেন। শূকরের মাংস, মদ, রক্ত ইত্যাদি আল্লাহ হারাম করেছেন এবং প্রয়োজনে জায়েয বলে ঘোষণা করেছেন। এখন মুমিনের দয়িত্ব কী? বিভিন্ন

অজুহাতে প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এগুলি ভক্ষণ করা? না যত কষ্ট বা প্রয়োজনই হোক তা পরিহার করার চেষ্টা করা?

গীবতও ঠিক অনুরূপ একটি হারাম কর্ম যা একান্ত প্রয়োজনে বৈধ হতে পারে। গীবত ও শূকরের মাংসের মধ্যে দুটি পার্থক্য। প্রথম পার্থক্য শূকরের মাংস যে প্রয়োজনে খাওয়া যেতে পারে তা কুরআনেই বলা হয়েছে, পক্ষান্তরে গীবতের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু কুরআন বা সহীহ হাদীসে বলা হয়নি। দ্বিতীয় পার্থক্য, সাধারণভাবে শূকরের মাংস ভক্ষণ করা শুধুমাত্র আল্লাহর হক্ক জনিত পাপ। সহজেই তাওবার মাধ্যমে তা ক্ষমা হতে পারে। পক্ষান্তরে গীবত বান্দার হক্ক জনিত পাপ। এর ক্ষমার জন্য সংশিলষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা প্রয়োজন। এজন্য মুমিনের দায়িত্ব বিভিন্ন অজুহাতে বা যয়ীফ-মাউযূ হাদীসের বরাত দিয়ে এই পাপে লিপ্ত না হয়ে যথাসাধ্য একে বর্জন করা।

চতুর্থত, ইসলামে অন্যের দোষ তার অনুপস্থিতিতে বলতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, অপরদিকে তা গোপন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। একজন আরেকজনকে জুলুম করে না এবং বিপদে পরিত্যাগ করে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন মেটাতে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কষ্ট-বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।"
বুখারী আস-সহীহ ২/৮৬২; মুসলিম আস-সহীহ ৪/১৯৯৬, ২০৭৪।

মিশরের গভর্নর সাহাবী উকবা ইবনু আমির (রাঃ) এর সেক্রেটারী ‘আবুল হাইসাম দুখাইন’ বলেন, আমি উকবা (রাঃ) কে বললামঃ, আমাদের কয়েকজন প্রতিবেশী মদপান করছে। আমি এখনি যেয়ে পুলিশ ডাকছি যেন তাদের ধরে নিয়ে যায়। উকবা বলেন, তুমি তা করো না। বরং তুমি তাদেরকে উপদেশ দাও এবং ভয় দেখাও।.... আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছি,

من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة في قبرها

“যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন করল, সে যেন জীবন্ত প্রেথিত একটি কন্যাকে তার কবর থেকে উঠিয়ে জীবন দান করল।” হাদিসটি সহীহ।

হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৪২৬; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/২৭৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৫/৩৫।

পঞ্চমত, মুমিনের দায়িত্ব যথাসম্ভব নিজের অন্তরকে নিজের ভুলত্রুটি ও পাপের স্মরণে, তাওবায় ও দু‘আয় ব্যস্ত রাখা। অন্যের ভুল, অন্যায়, পাপ ইত্যাদির চিন্তা মুমিনের অন্তরকে নোংরা করে এবং অগণিত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। গীবতের ফলে মুমিনের মনে অহংকার জন্ম নেয়, যা আখেরাতের ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

প্রিয় পাঠক, নাজাতের উপায় কারো অনুপস্থিতে তার কথা আলোচনা বা চিন্তা করা সর্বোতবাবে পরিহার করা। সর্বদা নিজের দোষত্রুটির কথা চিন্তা করা। নিজের নাজাতের পথ খুঁজতে থাকা। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন; আমীন।

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা সবাই আবু দামদামের মতো হতে চেষ্টা করি। যারা আমাদের গীবত করছেন, নিন্দা করছেন, গালি দিচ্ছেন তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দি। কী লাভ

এগুলির প্রতিশোধ নিয়ে? অনেক অনেক ক্ষতি এগুলির জন্য রাগ বা হিংসা পুষে হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে রাখলে। আমরা ক্ষমা করি। তাহলে আমরা মহান প্রভুর ক্ষমা লাভ করব। মহান আল্লাহ কুরআনে আমাদের হৃদয়কে সকল বিদ্বেষ ও হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন। ইরশাদ করা হয়েছে:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

"হে আমাদের প্রভু, আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানের ক্ষেত্রে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন। আর আপনি আমাদের অন্তরে মুমিনগণের বিরুদ্ধে কোনো হিংসা, বিদ্বেষ বা অমঙ্গল ইচ্ছা রাখবেন না। হে আমাদের প্রভু, নিশ্চয় আপনি মহা করুণাময় ও পরম দয়ার্দ্র।"

গিবতের অপরাধ ক্ষমা হয় না যেসব কারণে:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'গিবত যদিও জবানের গুনাহ কিন্তু এটা জেনা-ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।

সাহাবায়ে কেরাম এ কথা শুনে আশ্চর্য হলেন; গিবত কীভাবে জেনার চেয়ে মারাত্মক! তারা আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! গিবত কীভাবে জেনার চেয়েও মারাত্মক গুনাহ? নবিজি বললেন, মানুষ জেনা করে, পরে তওবাও করে; আল্লাহ তাআলা তাকে (জেনাকারকে) মাফ করে দেন। কিন্তু গিবতকারীর ক্ষমা তখন পর্যন্ত করা হয় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত যার গিবত করা হয়েছে, সে মাফ না করবে।' (বায়হাকি, মেশকাত)

হাদিসের আলোকে গিবতের অপরাধ ও গুনাহ মারাত্মক। শয়তানই মানুষকে এ অপরাধে দিকে ধাবিত করে। বিভিন্নভাবে কুমন্ত্রণা ও প্ররোচনা দিয়ে গিবতের দিকে নিয়ে যায়। যার পরিণতি মারাত্মক। শয়তান ইলমে অধিকারী মানুষকেও এ মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের দিকে ধাবিত করে।

হাদিসের বর্ণনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, গিবত জেনার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ। গিবতের ক্ষমা থেকে জেনার অপরাধে ক্ষমা তুলনামূলক অনেক সহজ। তাই গিবতের অপরাধ ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা জরুরি। কেননা তাওবা-ইসতেগফার দ্বারা আল্লাহ তাআলা জেনার গুনাহ ক্ষমা করবেন কিন্তু গিবতেরগোনাহ ক্ষমা করবেন না। বরং যার গিবত করা হয়েছে, আগে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

মনে রাখতে হবে

যার গিবত করা হয়েছে, ওই ব্যক্তি যদি পরকালের কঠিন সময় হাজার রাকাআত নামাজ, হজ-ওমরাহ, দান-সাদকার সাওয়াব দাবি করে বসে, তবে সেদিন তাকে নিজের দুনিয়ার সব আমল দিয়ে দিতে হবে। নিজেকে হতে হবে নিঃস্ব, অসহায়। সুতরাং গিবত থেকে একেবারে বিরত থাকতে হবে। কোনোভাবেই গিবত করা যাবে না।

বর্তমান সময়ে এমনভাবে গিবত চলছে, তা জনসাধারণ থেকে শুরু করে আলেম-ওলামা পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। ব্যক্তি পরিবার সমাজ এমনকি ধর্মীয় আলোচনায়ও গিবত চর্চা হচ্ছে। কত মারাত্মক ব্যাপার এটি!

গিবত ও অপবাদ এক নয় :

গিবত আরবি শব্দ। এ শব্দটির আভিধানিক অর্থ- পরনিন্দা, পরচর্চা, অসাক্ষাতে দুর্নাম করা, পেছনে সমালোচনা করা, অপরের দোষ প্রকাশ করা, কুৎসা রটনা করা প্রভৃতি। সাধারণ অর্থে- গিবত হলো কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা। ইসলাম ধর্মের ভাষ্যমতে, গিবত হলো কারো অনুপস্থিতিতে অন্যের কাছে এমন কোনো কথা বলা যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায়। অপবাদ অর্থ গিবতের সমরূপ হলেও এ দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হলো- কারো অনুপস্থিতিতে দোষ প্রকাশ ও দোষ না থাকা সত্ত্বেও তা আরোপ করে অনুপস্থিতি বা উপস্থিতিতে প্রকাশ।

গিবত বিষয়ে রাসূল সা: সাহাবিদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তোমার কোনো ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে, তা-ই গিবত। অতঃপর রাসূল সা:-কে বলা হলো, আমি যা বলব তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রেও কি তা গিবত হবে? এর উত্তরে রাসূল সা: বললেন, 'তুমি যা বলছ তা যদি তার মধ্যে থাকে তবে তা হবে গিবত, আর যদি তা তার মধ্যে পাওয়া না যায় তবে তা হবে অপবাদ।'

উপরোক্ত হাদিসের আলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোনো ভাইয়ের এমন দোষের কথা বলা গিবত যা সে অপছন্দ করে। গিবতের কারণে সমাজ বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হয়, সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে ফাটল ধরে। গিবতের কারণে একজন মানুষ নিকৃষ্টতম প্রাণীতে পরিণত হয়। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এবং রাসূল সা: তার জীবদ্দশায় মানুষকে এ নিকৃষ্ট কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার তাগিদ দিয়েছেন। গিবত প্রসঙ্গে সূরা হুজুরাতের ১২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'আর তোমরা একে অন্যের গিবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে ভালো বাসবে? বস্তুত তোমরা নিজেরাই তা অছন্দ করে থাকো।'

মানুষ সামাজিক জীব বিধায় মানুষের পক্ষে সমাজবদ্ধ জীবন ছাড়া একাকী জীবনযাপন সম্ভব নয়। পৃথিবীর সমাজবদ্ধ কোনো মানুষের কাছে সামাজিক বিপর্যয় কখনো কাম্য নয়। সুখ ও শান্তিতে বসবাস মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। এ প্রত্যাশিত সুখ ও শান্তি নির্ভর করে সমাজবদ্ধভাবে বসবাসরত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর। শান্তি মানুষের আরাধ্য বিষয় হলেও শয়তান দ্বারা প্ররোচিত হয়ে মানুষের মধ্যে কিছু বিপথগামী শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ধনী-গরিব ও উচ্চবিত্ত- নিম্ন বিত্ত এসব পার্থক্য আল্লাহর সৃষ্ট। মানুষের পারস্পরিক পরিচয় সম্পর্কে আল্লাহ সূরা হুজুরাতের ১৩ নম্বর আয়াতে বলেন- ‘হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সম্যক অবহিত।’

গিবত খুবই অপছন্দনীয় কাজ। আল্লাহ তায়ালা গিবত করা পছন্দ করেন না। গিবত করাকে আল-কুরআনে নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। সুস্থ ও বিবেকবান কোনো মানুষই জ্ঞান অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত হালাল যেকোনো পশু মৃত হলে তার মাংস ভক্ষণ করবে না।

ইসলামী শরিয়তে গিবত হারাম ও কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। গিবতের পরিণাম প্রসঙ্গে আল্লাহ সূরা হুমাজার ১ নম্বর আয়াতে বলেন- ‘ধ্বংস তাদের জন্য, যারা অগ্র-পশ্চাতে দোষ বলে বেড়ায়।’ গিবত করা যেমন হারাম, অনুরূপ গিবত শুনাও হারাম। গিবত না করার পাশাপাশি গিবত শুনা থেকেও বিরত থাকতে হবে। গিবতকারীকে গিবত বলা থেকে বিরত থাকার জন্য বলতে হবে। যে সব স্থানে গিবতের আলোচনা হয় সে সব স্থান এড়িয়ে চলতে হবে। আমাদেরকে কারো গিবত শুনলে তার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ থেকে তা প্রতিরোধে সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে। আর যদি প্রতিরোধে শক্তি না থাকে তবে অবশ্যই তা শ্রবণ থেকে বিরত থাকতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে গিবত শুনা নিজে গিবত করার সমরূপ অপরাধ।

শুধু পরনিন্দাই গিবত নয়; বরং চোখের ইশারায়, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, শ্রবণে ও লিখনের মাধ্যমেও গিবত হয়ে থাকে। উপরোক্ত যেকোনো পদ্ধতির গিবতই হারামের অন্তর্ভুক্ত। হজরত আয়েশা রা: বলেন, একদিন আমি হাতের ইশারায় এক স্ত্রীলোককে খর্বাকৃতি বললে রাসূল সা: আমাকে বললেন, 'হে আয়েশা, তুমি গিবত করেছ। থুথু ফেলো। তৎক্ষণাৎ আমি থুথু ফেলে দেখলাম, তা কালো বর্ণের জমাট রক্ত।' এরূপে কোনো ল্যাংড়া, কানা কিংবা টেরা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তির অবস্থা অনুকরণ করে খুঁড়িয়ে হাঁটলে কিংবা কানা বা টেরার মতো অনুরূপ ভঙ্গিতে চাইলে তার গিবত করা হলো। তবে কারো নাম উল্লেখ না করলে এতে গিবত হয় না। কিন্তু উপস্থিত লোকেরা যদি বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তবে তা গিবত বলে গণ্য এবং হারাম হবে।

কোনো ব্যক্তিকে তার গুনাহের কারণে অপদস্থ করা এবং তাকে জাহান্নামি রূপে আখ্যায়িত করা আল্লাহ তায়ালার মর্জিবিরোধী কাজ। যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন, অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

গিবতের পরিণাম বিষয়ে রাসূল সা: বলেন, 'পরচর্চা বা পরনিন্দা ব্যভিচারের চেয়েও গর্হিতকর কাজ।' গিবত কিভাবে ব্যভিচারের চেয়ে মারাত্মক অপরাধ হয় সাহাবিদের এমন প্রশ্নের উত্তরে রাসূল সা: বলেন, 'কোনো ব্যক্তি ব্যভিচার করার পর তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গিবতকারীকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না যার গিবত করা হয়েছে সে ব্যক্তি ক্ষমা করবে। অনেক সময় এমন ব্যক্তির গিবত করা হয় যার কাছে ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ থাকে না। এ ধরনের গিবতের পাপ আল্লাহপাকও ক্ষমা করবেন না। সুতরাং আমাদের সবার গিবত থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি কোনো কারণে গিবত হয়ে যায় তবে সাথে সাথে গিবতকৃত ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

আত্মপূজা, আত্মপ্রীতি, হিংসা-বিদ্বেষ, কুধারণা প্রভৃতি মানুষকে গিবতের পথে নিয়ে যায়। অনেক মানুষের মধ্যে নিজেকে বড় করে দেখার একটি প্রবণতা রয়েছে। এ প্রবণতাটিকে বলা হয় আত্ম-অহঙ্কার। আত্ম-অহঙ্কার একজন মানুষকে আত্মপ্রীতির দিকে ধাবিত করে। একজন মানুষের মধ্যে আত্মপ্রীতি দানা বাঁধলে তার মধ্য থেকে আত্মত্যাগের মতো মহৎ বৈশিষ্ট্য দূরীভূত হয়।

গিবত হারাম হলেও এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদের দোষ বর্ণনা করা যায়, তা হলো- অত্যাচারী শাসকের অত্যাচারের কাহিনী প্রতিকারের আশায় বর্ণনা করা; সন্তানের বিরুদ্ধে পিতার কাছে অভিযোগ করা; স্ত্রীর বিরুদ্ধে তার স্বামীর কাছে অভিযোগ করা; ফতোয়া গ্রহণ করার নিমিত্ত ঘটনার বিবরণ দেয়া ও প্রয়োজন এবং উপযোগিতার কারণে কারো দোষ বর্ণনা করা ও যাদের স্বভাব গিবত করা তাদের সম্পর্কে অন্যদের সাবধান করা।

গিবত থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সবার জন্য জরুরি। অপরের কল্যাণ কামনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে গিবত থেকে নিজেকে রক্ষা করার প্রাথমিক সাফল্য। এ বিষয়ে রাসূল সা: বলেন, ‘দ্বীন হচ্ছে নিছক কল্যাণ কামনা করা।’ আত্মত্যাগের মাধ্যমেও নিজেকে গিবত থেকে রক্ষা করা যায়। আত্মত্যাগ অর্থ যেকোনো প্রয়োজনে অপরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দেয়া। এ বিষয়ে আল্লাহ সূরা হাশরের ৯ নম্বর আয়াতে বলেন- ‘তারা নিজের ওপর অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তারা অনটনের মধ্যে থাকে।’ অপরের অপরাধ ক্ষমার মাধ্যমেও গিবত পরিহার করা যায়। আবার মহৎ ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অধ্যয়ন ও অনুসরণের মাধ্যমে গিবত বর্জন করা যায়।

গিবত থেকে বাঁচার জন্য জিহ্বার নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত জরুরি। এ বিষয়ে রাসূল সা: বলেন, ‘বান্দা যখন ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠে তখন তার দেহের অপর সব অঙ্গ জিহ্বার কাছে মিনতি করে- তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর নাফরমানি কাজে

পরিচালিত করো না, কেননা, তুমি যদি ঠিক থাকো, তবে আমরা সঠিক পথে থাকব। কিন্তু তুমি যদি বাঁকা পথে চলো, তবে আমরাও বাঁকা হয়ে যাবো।' রাসূল সা: অপর এক হাদিসে বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার জন্য তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।'

আমরা যেন গিবতের মতো জঘন্য সামাজিক ব্যাধিতে আমাদের নিমজ্জিত না করি, এ বিষয়ে আমাদের সব সময় আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তার অনুগ্রহ কামনা করতে হবে। আর গিবতকে বর্জনের মধ্যেই আমাদের জন্য রয়েছে ভালো অর্জনের পাথেয়। আমাদেরকে গিবত ও অপবাদের পার্থক্য অনুধাবন করে ইহলৌকিক জীবনে এমনভাবে চলতে হবে যাতে আমাদের অপছন্দের ব্যক্তির চরিত্রে যে দোষের অস্তিত্ব রয়েছে তা নিয়ে তার অলক্ষে যেমন কোনো কিছু না বলা, অনুরূপ যে দোষের অস্তিত্ব নেই তা নিয়েও অমূলক বাক্যালাপ না করা। আর পার্থক্যটি অনুধাবন করে আমরা যদি সঠিকভাবে চলতে পারি, তাতেই রয়েছে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সার্থকতা।

গিবতের ক্ষতিসমূহ:

গিবতের আরও কিছু মারাত্মক ক্ষতি রয়েছে। যা মানুষকে চরম অধপতনের দিকে নিয়ে যায়।

তাহলো-

১. গিবতের ক্ষতি হলো, এর দ্বারা বিবাদ ও বিভেদ সৃষ্টি হয়। পরস্পর বিবাদের কারণে ঝগড়-লড়াই, মামলা-মুকাদ্দমা চলতে থাকে। একত্রে ও একসঙ্গে থাকার কারণে যে কল্যাণ হয়; গিবতের কারণে তাতে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ সেই ফায়দা থেকেও বঞ্চিত হয়।

২. গিবত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে অন্ধকার ও গোমরাহি সৃষ্টি হয়। যার দ্বারা মানসিক কষ্ট হয়। মনে হয় যেন কেউ অন্তরের মধ্যে ময়লা-আবর্জনা ফেলে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে ফেলেছে। যার অন্তরের মধ্যে সামান্য অনুভব-অনুভূতিও রয়েছে, সে এই ক্ষতিটা অনুধাবন ও উপলব্ধি করে।

৩. গিবত করার দ্বারা দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যার গিবত করা হয়েছে, সে যদি এটা শোনে, তাহলে গিবতকারীকে অপমান ও লাঞ্ছিত করে। যদি ক্ষমতা থাকে, তাহলে খারাপভাবে তার থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ে। দ্বীনি ক্ষতি হলো- গিবত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা নারাজ হন। আর আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টি ও নারাজি হলো পরকালকে ধ্বংস করে দেওয়া। নাউজুবিল্লাহ!

৪. হাদিসের পরিভাষায়, গিবত জেনার চেয়েও মন্দ এবং ক্ষতিকর। কেননা তাওবা-ইসতেগফারের দ্বারা জেনার অপরাধ ক্ষমা হয় কিন্তু গিবতের অপরাধ ক্ষমা হয় না।

৫. গিবতকারীকে আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন না, যতক্ষণ না যার গিবত করা হয়েছে সে মাফ না করবে। কেননা গিবত হল হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক।

৬. গিবত করার অর্থ, নিজের মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া। কে এমন আছে, যে নিজের মৃতভাইয়ের গোশত খাবে! মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া যেমন অপছন্দনীয়; গীবত করাটাও তেমনি জঘন্য ও অপছন্দনীয় কাজ।

৭. গিবতকারী ভীতু হয়ে থাকে। যে কারণে পিছে-পিছে মন্দ কথা বলে বেড়ায়।

৮. গিবত করার দ্বারা চেহারার নুর চলে যায়। আর গিবতকারী লোককে মানুষ অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

৯. গিবতের বড় ক্ষতি হলো- গিবতকারীর নেক আমল যার গিবত করা হয়েছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। যদি তাতেও বিনিময় সম্পূর্ণ না হয় তবে যার গিবত করা হয়েছে তার গুনাহ ও বদ আমল গিবতকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে কারণে গিবতকারীকে জাহান্নামে যেতে হবে।

এ কারণেই হাদিসে পাকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ঘোষণা করেছেন, ‘তোমরা গিবত বা পরনিন্দা করা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ তাতে রয়েছে তিনটি ক্ষতি-

১. গিবতকারীর কোনো দোয়াই কবুল হয় না।

২. গিবতকারীর কোনো নেক আমলও কবুল হয় না এবং

৩. গিবতকারীর আমলনামায় পাপ বাড়তেই থাকে।' (বুখারি)

হাদিসের পরিভাষায় এসব গিবতকারীরা মিসকিন। যাদের আমল অন্যরা নিয়ে যায়। সে কারণে দুনিয়া থেকেই গিবতকারীকে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যমে এ অপরাধ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, পরকালের কল্যাণে দুনিয়া থেকে যার গিবত করা হয়েছে, তার থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। গিবত করা থেকে বিরত থাকা। হাদিসের ওপর যথাযথ আমল করা।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে যে কারও গিবত করা থেকে বিরত থাকার তাওফিক দান করুন। কোনো কারণে গিবত করে ফেললে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে গিবত সম্পর্কে ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়:

এটাকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে আমরা আমাদের ইসলাহ করব যে রোগটি মহামারী রূপ ধারণ করেছে? আমরা যদি মহামারীকে প্রতিরোধ করতে চাই তাহলে প্রথমে আমাদেরকে সমাজ সংশোধনের সেই পদ্ধতির দিকে দেখতে হবে, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং করেছেন। আসুন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের উপর গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করি ।আরবের জাহেলী সমাজ কে রহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে একটি উপমা প্রদানযোগ্য সমাজ বানালেন রাহমাতুল্লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন পদ্ধতি ও নবুওয়াতের সেই যুগে, সেই যুগ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ফিকির করলে আমরা একটি বিষয় বুঝে আসি। যখন গীবত থেকে বাঁচানোর জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু একাকি উৎসাহ প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি অর্থাৎ শুধুমাত্র সেই হাদিসগুলো বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হননি ।যেগুলোতে যখন গীবত করার ব্যাপারে কঠিন ধর্ম সমূহ শোনানো হয়েছে বরং এই মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম পুরো সমাজকে আন্দোলিত করেছেন ।অর্থাৎ মুসলমানদের শুধু গীবত পরিত্যাগের উৎসাহ-ই দেননি বরং অন্য মুসলমানকে গীবতকারী কে প্রতিহত করা তার মজলিস থেকে উঠে যাওয়া এবং যার গীবত করা হচ্ছে তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করনের মাধ্যমে এই মহামারির গোড়া উপড়ে দিয়েছেন ।কেন কারণ হলো একটি ছোঁয়াচে রোগ এই গুনাহের প্রভাব শুধু কথা ব্যক্তির সাথেই খাস নয় বরং উক্ত মজলিস এবং পুরো সমাজের তা ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এই মহামারীকে প্রতিরোধ করার জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু সালাম পুরো সমাজকে সামগ্রিকভাবে উৎসাহ প্রদান করেছেন। এবং এটাকে সহ্য করা এবং চুপ থাকার ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন । সমাজের সংক্রামক এই ব্যাধিকে অত্যন্ত অপছন্দ করেছেন। যে এক মুসলমান এই ব্যাধি হতে দেখেও চুপ থেকে তামাশা করবে অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অসন্তুষ্ট করে বসবে। সুতরাং মুহাম্মদ সাঃ তার আনুগত্য কারীদের মন্দ ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করার জন্য সাহাবী ও বাহাদুর

বানিয়েছেন। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সমাজকে কিভাবে কার্যকর করা হয়েছে।

তার মধ্যে একটি হলো নিজ মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার প্রতিরক্ষা করবে ।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন

" যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের ইজ্জতের প্রতিরক্ষা করলো আল্লাহ তাআলা তার জন্য আবশ্যক যে আল্লাহ তাআলা কেয়ামতের দিন তার ইজ্জতের হেফাজত করবেন "

অন্য অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ তায়ালা এই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।

লক্ষ্য করুন যখন গীবতকে প্রতিরোধ করার জন্য সমাজকে আন্দোলিত করা হচ্ছে। যখন একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার দোষ সহ্য করবে না তার প্রতিরক্ষা কারী হয়ে যাবে। অতঃপর কার সাহস হবে যে সে কারো দোষ বর্ণনা করবে । অতঃপর যখন এটা সমাজের একটি ব্যাপক পরিবেশ হয়ে যাবে তখন যদি কারো গীবত করতে অন্তরে চায় কিন্তু সে বুঝবে যে পরিবেশ দিবসের উপযুক্ত নয় সুতরাং সে এই মন্দ কাজ থেকে বিরত হয়ে যাবে।

মোট কথা মানুষের ওপর গাফেলতি ছেয়ে যায় এই কারণেই তো তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যায় । কিন্তু যখন আশেপাশের পরিবেশ সতর্ককারী হিসেবে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ যদি কখনো তার ওপর গাফিলতি চেপে বসে তখন আশেপাশের পরিবেশ সতর্ক করে দেয়। তাহলে যেকোনো পরিস্থিতিতেই এই মুসলমান এই গুনাহ থেকে বিরত হয়ে যাবে। এর জন্য শরীয়ত পরিবেশকে সংশোধনের জন্য অনেক জোর দেয় ।যদি প্রতিরক্ষা করতে না পারে অর্থাৎ না আপনার বিরোধিতা করতে পারেন আর না মন্দ কর্মকাণ্ড প্রতিহত করতে পারেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এরশাদ করেছেন এই মজলিস থেকে উঠে যাবে।

সুতরাং যখন কোন সমাজে মন্দ কাজ ব্যাপক হয়ে যায় এবং কোন অসন্মানবদ্ধ সম্পন্ন মুসলমান হাত দ্বারা তার প্রতিহত করার সাহসকারী ও অবশিষ্ট না থাকে। তাহলে এমন

পরিবেশে কোন নেককার থেকে নেককার মুসলমান কত দিন তা মন্দ বলে ঘৃণা করতে পারে।

অর্থাৎ অন্তর থেকে এভাবে মন্দ জানা এটা শরীয়ত যুদ্ধ ঠিক আছে অন্তর থেকে মন্দ জানার দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে আপনিও মন্দ জানবেন ।আবার একই মজলিসে তার সাথে ওঠাবসা ও করবেন তার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়াবেন। তাকে নিজের দাওয়াত থেকে মন্দ জানার উদ্দেশ্য হল তোমরা তার সাথে ওঠাবসা ছেড়ে দাও তার সাথে খানাপিনা ছেড়ে দাও।

গিবতের গুনাহ থেকে মুক্তি পেতে এই ৫টি কাজ করুন:

গিবত বা পরনিন্দা ঘৃণিত অভ্যাস। সাধারণ মানুষ দূরের কথা, অনেক দীনদার-পরহেজগারও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। 'গিবত হলো তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কিছু আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে।' (মুসলিম: ৬৪৮৭) ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি গিবত শোনে সেও গিবতের পাপের অংশীদার হয়ে যায়। তাই যেই আসরে গিবত হয়, সেই আসর বর্জন করা জরুরি।

হাদিস শরিফে আছে, যখন কেউ আপনার সঙ্গে বসে অন্যের গিবত করে তখন তাকে থামতে বলুন, আল্লাহর হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করুন। আর তাতেও যদি কাজ না হয় তবে সেখান থেকে সরে আসুন। কোনোভাবেই গিবত শোনা যাবে না। আল্লাহ বলছেন, 'সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য করো। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।' (সুরা মায়েদা: ২)

মনে রাখতে হবে, পবিত্র কোরআনে গিবতের ভয়াবহতা সম্পর্কে যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে; অন্য কোনো গুনাহের ক্ষেত্রে ততটা রুক্ষভাষা ব্যবহার করা হয়নি। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে 'তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না, পরস্পর গিবত করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়াকে পছন্দ করো? অবশ্যই তোমরা তা পছন্দ করবে না।' (সুরা হুজরাত: ১২)

প্রিয়নবী (স.) ইরশাদ করেন, 'যখন আমাকে মেরাজে নেওয়া হলো, সেসময় এমন কিছু মানুষের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামার, যা দিয়ে তারা নিজেদের মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ খামচে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, এরা কারা? (হে জিবরাইল!) তিনি বললেন, এরা ওইসব লোক যারা মানুষের গোশত ভক্ষণ করত অর্থাৎ গিবত করত ও তাদের সম্ভ্রম লুটে বেড়াত।' (রিয়াজুস সালেহিন: ১৫৩৪)

নিচে গিবতকারীর জন্য কিছু করণীয় তুলে ধরা হলো যেগুলো আমল করলে গিবতের ভয়াবহ পরিণাম থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

১) তাওবা-ইস্তেগফার করা

কারো গিবত করে ফেললে প্রথমেই যে কাজটি করতে হবে সেটি হলো কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইস্তেগফার করা। গুনাহের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে ভর্ৎসনার মাধ্যমে সেই ইস্তেগফার করতে হবে এবং ভবিষ্যতে যেন এমন গুনাহ না হয় সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। এটি হলো গিবতের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রথম পদক্ষেপ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, 'কিন্তু যারা তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে, এরাই তারা যাদের তাওবা আমি কবুল করি, আমি অতিশয় তাওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু।' (সুরা বাকারা: ১৬০)

২) যদি সম্ভব হয় ক্ষমা চেয়ে নেওয়া

যার গিবত করেছেন যদি তার কাছে যাওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে তার কাছে গিয়ে তার হক নষ্ট করার কারণে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তবে যদি এতে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে কিংবা আরও বেশি ভুল বুঝার আশঙ্কা থাকে তাহলে অনেক আলেমের মতে মাফ চাইতে না যাওয়াই উত্তম। কিন্তু যেকোনো উপায়ে মাফ চেয়ে নেওয়াই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। কেননা গিবত করার মাধ্যমে বান্দার হক নষ্ট হয়। আর বান্দার হক নষ্ট করার কারণে কেয়ামতের ময়দানে আটকা পড়তে হবে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর জুলুম করেছে সে যেন আজই মাফ চেয়ে নেয়, তার ভাইয়ের জন্য তার কাছ থেকে নেকি কর্তন করে নেওয়ার আগে। কেননা সেখানে (হাশরের ময়দানে) কোনো দিনার বা দিরহাম পাওয়া যাবে না। তার কাছে যদি নেকি না থাকে তবে তার (মজলুম) ভাইয়ের গুনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।’ (বুখারি: ৬৫৩৪)

৩) ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা

হাদিসে এসেছে, কেউ যদি কোনো মুসলিম ভাইয়ের জন্য অগোচরে দোয়া করে তাহলে তার জন্য ফেরেশতারাও দোয়া করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ‘যখন কোনো মুসলিম তার ভাইয়ের জন্য তার পশ্চাতে দোয়া করে, তখন তার (মাথার কাছে নিযুক্ত) একজন ফেরেশতা তাঁকে লক্ষ্য করে বলে, তোমার জন্যও এমনই হোক’। (সহিহ মুসলিম: ২৭৩২) সুতরাং যার গিবত করেছেন তার জন্য যদি দোয়া করেন আল্লাহর ফেরেশতারা আপনার গুনাহ মাফের জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। তাছাড়া এমন দোয়াকে গিবতের কাফফারা বলা হয়েছে হাদিসে। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, গিবতের কাফফারা হলো তুমি যার গিবত করেছ, তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে। তুমি এভাবে বলবে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।’ (বায়হাকি)। যদিও হাদিসটিকে জয়িফ বলেছেন আলেমরা, তবুও এই হাদিসের ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা অন্যান্য হাদিসের সঙ্গে এটি সাংঘর্ষিক নয়।

৪) মজলিস শেষ করে দোয়া পাঠ করা

যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে সেই মজলিস থেকে উঠার সময় বিশেষ দোয়া পাঠ করা। এতে করে হাদিস অনুযায়ী, মজলিসের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করে দেওয়া হবে। দোয়াটি হলো— سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।' অর্থ: 'হে আল্লাহ, আমি আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে তাওবা করছি।' (তিরমিজি: ৩৪৩৩)

সুতরাং দোয়াটি পাঠ করার মাধ্যমে মজলিসের গুনাহ থেকে অনেকটা নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ইনশা আল্লাহ।

৫) মজলিসে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করা

মজলিসে যে ব্যক্তির গিবত করা হয়েছে তার কোনো প্রশংসা করা হলে সেটি গিবতের গুনাহ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কারণ হতে পারে। তাই ইবনে তাইমিয়া ও ইমাম নববি (রহ)-এর মতো প্রসিদ্ধ আলেমদের পরামর্শ হলো—যেই মজলিসে গিবত করা হয়েছে ওই মজলিসেই একই ব্যক্তির গুণকীর্তন করা উচিত, যাতে গিবতের গুনাহের অনেকটা ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। পবিত্র কোরআনে এসেছে, إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰت 'নিশ্চয়ই ভালো কাজ খারাপ কাজের ক্ষতিপূরণ হয়' (সুরা হুদ: ১১৪)। কাজেই কারো গিবত হয়ে থাকলে তার গুণগুলোর উল্লেখ করাও উত্তম।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কারো গিবত করে ফেললে উল্লেখিত আমলগুলো করার তাওফিক দান করুন। আমিন

গীবতকারীকে জান্নাতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হবে:

নবীজি ﷺ অন্যত্র বলেছেন, গীবতের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়ায় বাহ্যিক দৃষ্টিতে নেককার হবে। নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, অন্যান্য ইবাদতও করবে। কিন্তু পুলসিরাত পার হওয়ার সময় তারা বাধাগ্রস্থ হবে।

পুলসিরাতের কথা আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। জাহান্নামের উপর অবস্থিত পুলের নাম পুলসিরাত। আখেরাতে সকলকেই ওই পুল পাড়ি দিতে হবে। জান্নাতি হলে পুলসিরাত সহজেই জয় করে নিবে। আর জাহান্নামী হলে তাকে টেনে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। গীবতকারীও এরূপ পরিস্থিতির শিকার হবে। তাদেরকে পুলসিরাত পাড়ি দেয়া থেকে বাধা প্রদান করা হবে। বলা হবে, তোমরা পুলসিরাত পাড়ি দিতে পারবে না। পাড়ি দিতে হলে গীবতের কাফফারা আদায় করে যাও। তারপর পাড়ি দাও। গীবতের কাফফারা মানে যাদের গীবত করা হয়েছে, তাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। তারা ক্ষমা করলে পুলসিরাত পার হতে পারবে, অন্যথায় নয়।

একটি ভয়ঙ্কর স্বপ্ন:

বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত রাবঈ রহ. নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মজলিসে গিয়ে দেখতে পেলাম, লোকজন খোশগল্প করছে। আমিও তাদের সাথে বসে পড়লাম। গল্প জমে উঠলো। গীবতও শুরু হল। বিষয়টা আমার কাছে ভাল লাগে নি। তাই আমি উঠে গেলাম। কারণ ইসলামের বিধান হল, মজলিসে গীবত চললে পারলে বাধা দিবে। না পারলে মজলিস ত্যাগ করে উঠে চলে যাবে। আমি উঠে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ভাবলাম, এতক্ষণে হয়তো গীবত শেষ হয়ে গিয়েছে। কারো দোষচর্চা আর চলছে না। সুতরাং আলোচনায় পুনরায় শরিক হওয়া যায়। এই ভেবে আমি পুনরায় মজলিসে গিয়ে বসলাম। কিছু সময় এটা সেটা আলোচনা চলল। তারপরেই শুরু হলো গীবত। আমিও মজা পেয়ে গেলাম। আগ্রহের সঙ্গে তাদের গীবত শুনতে লাগলাম। একপর্যায়ে নিজেকে

সামলে রাখতে পারলাম না। দু'চারটে গীবত নিজেও করে ফেললাম। মজলিস শেষে বাড়িতে ফিরে আসলাম। রাতে ঘুমের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখলাম। এক বীভৎস কালো লোক আমার জন্য পাত্রে করে গোশত নিয়ে এসেছে। লক্ষ্য করে দেখলাম, শূকরের গোশত।। লোকটি বলল, এটা শূকরের গোশত, খাও। আমি বললাম, কিভাবে খাবো, আমি তো মুসলমান? লোকটি বলল, না, ওসব আমি শুনবো না। তোমাকে খেতেই হবে। এই বলে লোকটা জোর করে আমার মুখে গোশত পুরে দেওয়া শুরু করলো। আমি তার কবল থেকে নিজেকে বাঁচানোর শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। বমি করতে চাইলাম তবুও রক্ষা পেলাম না। সে আমার উপর এক নির্মম অত্যাচার করেই যাচ্ছিল। সে কি কষ্ট! এরই মধ্যে আমার চোখ খুলে গেল। তারপর থেকে আমি যখনই আহার করার জন্য বসতাম, ঘটনাটি মনে পড়ে যেত। কেমন যেন স্বপ্নের সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ আমার নাকে লাগতো। কি অবস্থা ত্রিশ দিন পর্যন্ত ছিল। খাবার গ্রহণে আমার খুব কষ্ট হতো।

এই ঘটনা দ্বারা আল্লাহ আমাকে সতর্ক করলেন। কেবল একটি মজলিসের দু-চারটি গীবত এত ভয়ঙ্কর। দীর্ঘ ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমি এই ভয়াবহতার গন্ধ পেয়েছি।

ফাসেক ও গুনাহগারের গীবতও নাজায়েজ:

হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন, এক মজলিসে হযরত ওমর রাযি.-এর পুত্র আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. উপস্থিত ছিলেন। ইতোমধ্যে মজলিসের এক লোক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সমালোচনা শুরু করে দিল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. তাকে বাধা দিয়ে বললেন, দেখো তোমার এই সমালোচনা গীবতের অন্তর্ভুক্ত। তুমি মনে করো না, হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ শত শত লোকের হত্যাকারী তাই তার গীবত হালাল হয়ে গিয়েছে। ভালোভাবে জেনে নাও, তার গীবত করা হালাল হয়নি। বরং আল্লাহ তাআলা হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ থেকে শত শত মানুষের রক্তের হিসাব যেমনিভাবে নিবেন, অনুরূপভাবে তুমি যে তার পেছনে গীবত করেছ তার হিসাবও নিবেন।

সুতরাং ফাসেক, পাপী অথবা বেদআতী হলেই তার গীবত করা চলবে না। এই চিন্তা নিতান্তই ভ্রান্ত। এজাতীয় লোকের গীবত করা থেকেও বেঁচে থাকা ওয়াজিব।

জালিমের জুলুমের আলোচনা গীবত নয়:

আরেকটি ক্ষেত্রে ইসলাম গীবতের অনুমতি দিয়েছে। তা হল, এক ব্যক্তি তোমার উপরে জুলুম করেছে। এই জুলুমের কথা তুমি অপরকে শোনাতে পারবে। বলতে পারবে আমার সাথে এ অন্যায় করা হয়েছে, এ জুলুম করা হয়েছে। এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না। গুনাহও হবে না। যাকে তুমি জুলুমের কাহিনী শুনিয়েছে সে এর প্রতিকার করতে সক্ষম হোক বা না হোক; শোনাতে পারবে । যথা কোন ব্যক্তি তোমার মাল চুরি করেছে। থানায় গিয়ে তুমি তার বিরুদ্ধে চুরির মামলা দায়ের করলে তাহলে যদিও এটা তার অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা হয়েছে কিন্তু এটা গীবত হবে না। কারন সে তোমার ক্ষতি করেছে তারপর তুমি থানায় গিয়ে বিচারপ্রার্থী হয়েছ। থানা কর্তৃপক্ষ এর বিচার করবেন। সুতরাং এটা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

অনুরূপভাবে চুরির ঘটনা যদি এমন লোকের নিকট বলা হয়, যে এর প্রতিকার করতে সক্ষম নয়। যেমন চুরির খবর শুনে কিছু লোক তোমার বাড়ি চলে আসলো। তুমি জানো যে, তোমার বাড়িতে কে চুরি করেছে। তাই তুমি তাদের নিকট বলে দিলে যে, আজ রাত অমুক আমার বাড়িতে চুরি করেছে। কিংবা বললে, অমুক আমার ক্ষতি করেছে। কিংবা বললে, অমুক আমার উপর এ জুলুম করেছে। তাহলে এটা গুনাহ হবে না। যেহেতু এটা গীবত নয়।

লক্ষ্য করুন, ইসলাম মানবপ্রকৃতিকে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে। মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি হল, দুর্দশাগ্রস্ত হলে সে অন্যের নিকট প্রকাশ করতে চায়। নিজের দুঃখের কথা অন্যকে বলে

মনের বোঝা কিছুটা হালকা করতে চায়। তখন সেই খেয়াল করে না যে, অপর কেউ তার দুঃখ লাঘব করতে পারবে কিনা! ইসলাম এই মানবীয় মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখেছে । অন্যের নিকট দুঃখ ব্যক্ত করার অনুমতি দিয়েছে। কোরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে,

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ

আল্লাহ তাআলা মন্দবিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। অবশ্য যার উপর জুলুম করা হয়েছে, তার কথা আলাদা।

অর্থাৎ, তার উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে সেটা সে অপরের নিকট বলতে পারবে। এটা গীবত নয়; বরং জায়েজ।

وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

'তোমরা একে অপরের গীবত বা পরনিন্দা করো না। (কারণ একটি জঘন্য পাপ। আপন ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতোই জঘন্য গুনাহ।) তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? (নিশ্চয় তা পছন্দ করেনা; বরং ভাববে এত বিকৃত কথা!) সুতরাং তোমরা গীবতকেও ঘৃণা করো।'

আয়াতটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য নিয়ে ভাবুন। কত কুৎসিত কাজ এই গীবত। একে তো মানুষের গোশত খাওয়া, তার উপর আপন ভাইয়ের গোশত, তাও আবার মৃত–কতবড় জঘন্য ও ঘৃণ্য কাজ! অবর্ণনীয় মন্দ কাজ। অনুরূপভাবে গীবতও একটি ঘৃণ্য ও জঘন্য গুনাহের নাম।

গীবতকারী নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. নবীজি ﷺ-এর বিশিষ্ট খাদেম। সুদীর্ঘ দশ বছর নবীজির খেদমত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মিরাজ-রজনীতে যখন আমাকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন (জাহান্নাম দেখানোর সময়) আমাকে এমন কিছু লোক দেখানো হয়েছিল, যারা নিজেদের নখরাঘাতে মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ থেকে রক্ত ঝরাচ্ছিল। আমি জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাইল আ. বললেন, এরা ঐসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো অর্থাৎ গীবত করতো। আর মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রমে আঘাত হানত। (আবু দাউদ ৪৮৭৮)

উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহতা আপনারা নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন যে, গীবতকারী আখেরাতে নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে।

অপর এক হাদীসে এসেছে, হাদীসটি সনদের দিক থেকে তেমন মজবুত না হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবতের গুনাহ জিনা-ব্যভিচারের গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।

প্রশ্ন হল, এর কারণ কী?

উত্তর হল, আল্লাহ না করুন, যদি কেউ ব্যভিচারের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিলে আল্লাহ চাহে তো গুনাহটি মাফ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গীবত এমন মারাত্মক গুনাহ যে, গুনাহটির ক্ষমা ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না যার

গীবত করেছে সে ক্ষমা করে দেয়। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, বাবুল গীবাত খন্ড ৮ পৃষ্ঠা ৯২)

মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া:

নবীযুগের দু’জন মহিলার কথা হাদীস শরীফে এসেছে। তারা রোজা রেখেছিল। রোজা অবস্থায় পরস্পরে গল্পগুজবে লিপ্ত হলো। এক পর্যায়ে অন্যের গীবতও শুরু করে দিল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি নবীজির দরবারে এসে আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! দুইজন মহিলা রোজা রেখেছিল। তাদের অবস্থা এখন নিতান্ত নাজুক। পিপাসায় তাদের কলজে ফেটে যাচ্ছে। হয়তো তারা মারাই যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত ওহীর মাধ্যমে আগেই জেনেছিলেন যে, মহিলা দু’জন এতক্ষণ পর্যন্ত গীবতে লিপ্ত ছিল। তিনি বললেন, তাদেরকে আমার নিকট নিয়ে আসো। কথামতো তাদেরকে নবীজির খেদমতে হাজির করা হলো। নবীজি লক্ষ্য করে দেখলেন, সত্যি সত্যি তারা মৃতপ্রায়।

নবীজী ﷺ বললেন, একটি বড় পাত্র নিয়ে আসো। পাত্র আনা হলো। নবীজি ﷺ দু’জন মহিলা থেকে একজনকে নির্দেশ দিলেন, পাত্রটিতে বমি করো। মহিলা যখন বমি করা শুরু করল, দেখা গেল, এক অবাক কান্ড! বমির সঙ্গে রক্ত-পুঁজ ও গোশত উগলে পড়ছিল। তারপর দ্বিতীয় মহিলাকেও তিনি একই আদেশ করলেন। দেখা গেল, সেও রক্ত-পুঁজ ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত বমি করছে। এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ পাত্র ভরে গেল। নবীজি উভয় মহিলাকে লক্ষ্য করে বললেন, এগুলো তোমাদের ভাই,-বোনের রক্ত-পুঁজ ও গোশত। রোজা অবস্থায় তোমরা এগুলো খেয়েছিলে। অর্থাৎ তাদের গীবত করেছিলে। রোজা রাখার কারণে তো তোমরা বৈধ খাবারও পরিহার করেছিলে। অথচ হারাম খাবার তথা গীবতের মাধ্যমে অপর ভাইয়ের রক্ত, পুঁজ ও গোশত ভক্ষণ তোমরা পরিহার করতে পারো নি। এগুলো খেয়ে তোমাদের পেট ভরে গিয়েছিল। ফলে তোমরা আজ এ দুরাবস্থার শিকার হয়েছিলে। যাও, ভবিষ্যতে কখনো আর গীবত করো না।

উক্ত ঘটনা আমাদের জন্য নিশ্চয়ই শিক্ষাপ্রদ। গীবতের রূপক নমুনাও আল্লাহ মানুষকে দেখালেন। গীবতের পরিণাম কত বীভৎস! কত ভয়াবহ!

অভ্যাস ও আচার-আচরণের গীবত:

কোন ব্যক্তির অভ্যাসের গীবত করা যেমন সে কাপুরুষ, অত্যন্ত ভীরু, দুর্বল ,অলস, পেটুক, কর্ম বিমুখ ,ওঠাবসা ও চলাফেরার ভদ্রতার পরিচয় দেয় না, পরিনাম ফলের কথা চিন্তা করে না, একেবারে নির্বোধ স্ত্রীর কথায় উঠে বসে মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি।

আরবদের মধ্যে পরস্পরের খেদমত করার একটি উত্তম রীতি প্রচলিত ছিল। এক সফরে হযরত আবু বক্কর উমার (রা:)-র সাথে এক দরিদ্র খাদেম ছিল, সে সবসময় তাদের খেদমত করত গন্তব্যে পৌঁছে তারা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন ।এবং কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়ল। তাদের উভয়ের জন্য খাবার তৈরি না করে তারা উভয়ে জাগ্রত হয়ে বলতে লাগলেন এই বেটা খুব ঘুমায় ।তারা তাকে ঘুম থেকে তুলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। সে তার নিকট আবেদন করল ,হে আল্লাহর রাসূল (সা:)আবু বককর ও উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং কিছু খাবার চেয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বললেন ,তারা উভয়ে আহার করেছে এবং তৃপ্ত হয়েছে। তারা উভয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আজ কি খেয়েছি? তিনি বলেন "তোমরা আজ ওই খাদেমের গোস্ত খেয়েছো এবং আমি তোমাদের দাঁতে পোস্তের রং দেখতে পাচ্ছি। তারা উভয়ে একথা শুনে বলেন," ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাদের ত্রুটি মাফ করুন এবং আল্লাহর দরবারে আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন "আল্লাহর ক্ষমাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না, খাদেম যেন তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে (দিয়া আল মুকাদ্দাসির বরাতে আদ-দুররুল মানছুরে)

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন সে খুব দুর্বল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন তুমি তার গীবত করেছ এবং তার গোস্ত খেয়েছো বিপদের শাস্তি সম্পর্কিত আলোচনায় হাদীসটি সর্বস্তরে আলোচিত হবে।

একদা কোন এক সাহাবী জৈনিক ব্যক্তির উল্লেখপূর্বক বলেন ,সে এক আজব লোক কেউ তাকে খাদ্য দিলে সব খেয়ে ফেলে, কেউ বাহন দিলে তাতে চলে বেড়ায়। কিন্তু নিজে পরিশ্রম করে আয়- উপার্জন করে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: তুমি তোমার ভাইয়ের গীবত করলে ।সাহাবী আরজ করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ! কারো ত্রুটি তুলে ধরাও কি গীবত? তিনি উত্তর দিলেন : বাস্তবিক পক্ষে কারো ত্রুটির নির্দেশ করা গীবতের জন্য যথেষ্ট।

ইবাদতের গীবত:

ত্রুটিবিচ্যুতির উল্লেখপূর্বক সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত ।যেমন অমুক ব্যক্তির উত্তমরূপে নামাজ পড়ে না ,অথবা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না ,অথবা নফল নামাজ পড়ে না, অথবা রমজানের সবগুলো রোজা রাখে না ,অথবা মাকরুহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে।

তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কত লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী (র)তাদের সমালোচনা করেন এবং বলেন এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তবে কতই না ভালো হতো। এ কথা শুনে উনার বাবা বলেন: যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মতো ঘুমিয়ে থাকতে তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপত না।

এক ব্যক্তি বলল আমি আল্লাহর জন্য অমুক ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি ।সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একথা জানতে পেরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে হাজির হয়ে বলল" ইয়া রাসুল আল্লাহ অমুক ব্যক্তি আমার সমালোচনা করেছে এবং আমার প্রতি

বিদ্বেষ পোষণের খবর দিয়েছে ।আপনি তাকে ডাকুন এবং আমার প্রতি ইনসাফ করুন।নবীজি তাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো ?সে বলল আমি তার প্রতিবেশী সে পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ ব্যতিত অন্য কোন নামাজ পড়ে না। রমজানের রোজা ব্যতীত অতিরিক্ত দান খয়রাত করে না । যাকাত ব্যতীত অন্য কোন দান খয়রাত করে না ।তাই আমি তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি।তার বক্তব্য শেষ হলে অপর ব্যক্তি বলল , হে আল্লাহর রাসূল ! তাকে জিজ্ঞাসা করুন,আমি কি ফরজ দায়িত্ব পালন করতে কোন ত্রুটি করি? তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল না সে ফরজ দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে না এবং যথারীতি পালন করে কিন্তু যেহেতু সে নফল ইবাদত সমূহ করে না,তাই তার প্রতি আমার মন বিরক্ত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তাকে বলেন :খুব সম্ভব পরিবেশে সে তোমার তুলনায় ভাগ্যবান হবে ।তার গীবত করা এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তোমার জন্য সমীচীন নয়।

হারাম খাদ্যের কলুষতা:

আসলে পরিবেশ দূষিত হয়ে গেছে, ফলে আমাদের বোধশক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। তাই পাপকে এখন আর পাপ মনে হয় না।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. বলেন, একবার একটি দাওয়াতের সন্দেহযুক্ত কিছু খাবার খেয়ে ফেলেছিলাম। সুদীর্ঘ কয়েক মাস পর্যন্ত এর কলুষতা আমার অন্তরে অনুভূত হয়েছে। ক্যানন চা খেয়েছিলাম তা হালাল কিনা; সন্দেহ ছিল। তারপর থেকে বারবার অন্তরে খারাপ চিন্তা আসতো। গুনাহ করার ইচ্ছা জাগতো। গুনাহের প্রতি আকর্ষণ অনুভব হত।

গুনাহের ফলে এটি। গুনাহ গুনাহকে টানে। প্রতিটি গুনাহ অন্তরকে কদর্য ও তমসাচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে গুনাহর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পাপ কাজে ব্রতী হয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের অনুভূতিকে সুস্থ করে দিন। আমিন।

মোটকথা গীবত খুবই মারাত্মক গুনাহ। আল্লাহ যাকে সুস্থ বিবেক দিয়েছেন, সেই অনুধাবন করতে পারে যে, কত বড় গুনাহতে আমি লিপ্ত।

যদি কারো প্রাণনাশের আশঙ্কা হয়:

অবস্থাবিশেষে অপরের দোষ বর্ণনা করার প্রয়োজন পড়তে পারে। যেমন আপনি দেখলেন, একজন আরেকজনকে খুন বা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই অবস্থায় আপনি চোখ বুজে থাকতে পারবেন না। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বলে দিতে হবে যে, তোমার জীবন হুমকির সম্মুখীন। এতে সে নিজেকে বাঁচানোর সুযোগ পাবে। এই বিশেষ ক্ষেত্রে গীবত করা আপনার জন্য বৈধ হবে।

প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত

এক হাদীসে আছে, যার সঠিক অর্থ অনেকে উদ্ধার করতে পারেনা। হাদীসটি হল, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ ولا مجاهر

অর্থাৎ, ফাসিক ও প্রকাশ্যে গুনাহকারী ব্যক্তির গীবত করলে তা গীবত হিসাবে বিবেচিত হবে না। (জামেউল উসূল, খন্ড ০৮ পৃষ্ঠা ৪৫০)

হাদীসটির অর্থ অনেকে উল্টোভাবে করে। তাদের ধারণা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির অথবা বেদআতে অভ্যস্ত ব্যক্তির গীবত যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করা যাবে। এতে কোন গোনাহ নেই। এটা জায়েজ। মূলত হাদীসটির অর্থ এটা নয়। বরং হাদীসটির মর্মার্থ হল, প্রকাশ্যে গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা যাবে। যেমন মদ্যপ। প্রকাশ্যে মদপান যার জন্য নিতান্ত মামুলী ব্যাপার। এরকম ব্যক্তির পেছনে কেউ যদি বলে, অমুক মদপান করে; তাহলে এটা গীবত হবে না। কারণ সে তো প্রকাশ্যে মদ পান করে। এর মাধ্যমে কেমন যেন সে ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে যে, আমি মদ পান করি। সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে কথাটি আলোচনা করলে তার মনে কষ্ট যাওয়াটা বিবেচ্য বিষয় নয়। বিধায় এটা গীবত হবে না।

এটাও গীবত:

কিন্তু যে সব দোষ উক্ত ব্যক্তি গোপন রাখতে চায় সে সব দোষ নিয়ে যদি আপনি তার অনুপস্থিতিতেই ঘাটাঘাটি করেন তাহলে তা গীবত হবে। যেমন সে প্রকাশ্যে মদ খায় ঠিক তবে তার এমন আরও একটি গুনাহও আছে, যা সে প্রকাশ্যে করে না। গোপনে করে। সে মানুষের সামনে তার এই গুনাহটি প্রকাশ করতে রাজি নয়। গুনাহটিও এমন যে, এর কারণে অন্যদের ক্ষতি হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে তার উক্ত গুনাহের কথা আলোচনা করা জায়েজ হবে না; বরং এটা তখন গীবত হবে ।

বোঝা গেল, প্রকাশ্যে যে গুনাহটি মানুষ করে তার আলোচনা করা গীবত নয়। পক্ষান্তরে যে সব গুনাহ মানুষ গোপনে করে সেগুলোর আলোচনায় অপরের সামনে করা গীবতের শামিল। উপরোক্ত হাদীসের মর্মার্থও এটা।

অন্তরের গীবত:

কুধারণা করা, হিংসা, অহংকার এবং কেউ গিবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমে অন্তরের গিবত হয়। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, মুখের ভাষায় গিবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গিবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম। (গাজালি, ইহ্য়াউ উলুমিদ্দিন, ৩/১৫০)

মুখের গীবতের সাথে আমরা পরিচিত থাকলেও অন্তরের গীবত অনেকের কাছেই নতুন। কেউ জানলেও বিষয়টিকে হেলার চোখে দেখি। ইমাম নববী রহ. এ ব্যাপারে বিস্তারিত লিখেছেন:

"অন্যের সম্পর্কে খারাপ কথা বলা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি অন্যের সম্পর্কে খারাপ চিন্তা করাও নিষিদ্ধ। অন্যের দোষত্রুটি অপরের নিকট বর্ণনা করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি তাদের দোষত্রুটি নিয়ে কল্পনা করাও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! ধারনার অধিকাংশ (প্রকার) থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কোনো কোনো ধারণা পাপ।' (সূরা হুজুরাত, ৪৯: ১২) হাদীসে এসেছে, রাসূল সা. বলেছেন, 'তোমরা কুধারনা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, নিশ্চয় কুধারণা হলো সবচেয়ে মিথ্যা কথা।' (বুখারী, ২৪৪৮)

এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীস আছে। অন্তরের গীবত অর্থ হলো, (প্রমাণ ছাড়া) দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে অন্যকে দোষী মনে করা।"

ইমাম নববী (রহ.) এ বিষয়ে ইমাম গাযাজী (রহ.)-এর একটি লেখাও উল্লেখ করেছেন:

"কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মনে কুধারণা জন্ম নিলে আপনার মধ্যে তার কিছু আলামত প্রকাশ পায়। ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যায়, আগের অবস্থায়

থাকে না। আপনার নিকট তাকে অসহনীয় মনে হয় এবং আপনি তার থেকে পালাতে চেষ্টা করেন। আর যখন তার জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করা এবং সে কোনো অন্যায় করলে তার জন্য চিন্তিত হওয়ার প্রশ্ন আসে তখন আপনার মধ্যে অলসতা দানা বাঁধে। আসলে শয়তান মানুষের অন্তরের কাছে তখনই আসে যখন সে তার অন্তরে সামান্যতম দুর্বলতার নিদর্শন খুঁজে পায়। সে মানুষের মনে কুধারণা ঢেলে দেয়, আর মানুষ ভাবতে থাকে যে, তার মনে এরূপ ধারণা জন্মে তার বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও অতি সচেতনতার কারণে। কিন্তু মুমিন তো অবলোকন করে আল্লাহর নুরের সাহায্যে। সুতরাং এ ব্যক্তি আসলে বাদানুবাদ করছে শয়তানের প্ররোচনা ও নোংরা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে।

যদি কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিও তোমাকে কারও কোনো বিষয় জানায় তা হলে তাকে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না, যাতে উভয়ের কারও সম্পর্কে কুধারণা করতে না হয়। যখনই আপনার মনে অন্য মুসলমানের ব্যাপারে কুধারণা জন্ম নেয় তখনই তা যেন আপনার মনে তার জন্য আরও বেশি উদ্বেগের জন্ম দেয় এবং তার প্রতি আরও বেশি দয়া জাগিয়ে তোলে। কারণ এটি শয়তানকে ক্ষুব্ধ করবে এবং আপনার কাছ থেকে তাড়িয়ে দেবে। ফলে শয়তান আপনার মনে আর এরূপ কুধারণার জন্ম দেবে না। কারণ তার মনে আশঙ্কা থাকবে যে, এরূপ করলে তা ওই ব্যক্তির প্রতি আপনার মমতাই কেবল বাড়াবে।

আর যখন আপনি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটির ব্যাপারে দলিলসহ জানতে পারবেন, যা অস্বীকার করার মতো নয় তখন তাকে গোপনে উপদেশ দান করবেন। আর শয়তান যেন আপনাকে প্রতারিত করে ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কুধারণায় লিপ্ত করে না দেয়। তাকে তিরস্কার করে উপদেশ দানের সময় যেন আপনার অবস্থা এই না হয় যে, তার ত্রুটি ধরতে পেরে আপনি গর্বিত ও আনন্দিত। কারণ এই অবস্থার অর্থ তো হলো, সে আপনার দিকে ভয় ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখছে, আর আপনি তার দিকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখছেন। বরং তাকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার মনে এই ইচ্ছা জাগরুক রাখুন যে, তাকে

তার পাপ থেকে মুক্ত করতে হবে, আপনাকে তার জন্য চিন্তিত ও পেরেশান থাকতে হবে, ঠিক যেমন আপনার নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখা দিলে আপনি পেরেশান থাকেন। আর আপনার তিরস্কারের ফলে তার ত্রুটি দূর হওয়ার চেয়ে বিনা তিরস্কারে তার ত্রুটি দূর হওয়া যেন আপনার কাছে বেশি প্রিয় হয়, যেমনটা আপনি আপনার নিজের বেলায়ও পছন্দ করেন।"

ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফজিলত

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা কারো নিকট ক্ষমা চায়, যার নিকট ক্ষমা চাওয়া হয়, সে যদি ক্ষমাপ্রার্থী করুণ ও লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে ঐদিন মাফ করে দিবেন যেদিন তাঁর ক্ষমা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদি মাফ না করে বলে দেয়, আমি তোমাকে মাফ করবো না। তাহলে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমিও সেদিন তোমাকে মাফ করবো না। তুমি যখন আমার বান্দাকে মাফ করছ না, আমি কিভাবে আজ তোমাকে মাফ করবো?

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্ষমা চাইতে হবে। মাফ করুক বা না করুক তবুও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমা চাওয়াও একপ্রকার দায়মুক্তি। যার হক নষ্ট করা হয়েছে সর্বদা তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। এটা হক নষ্টকারীর অনিবার্য কর্তব্য।

ইসলামের একটি মূলনীতি:

ইসলামের একটি মূলনীতি নবীজি ﷺ বলে দিয়েছেন যে, ঈমানের দাবী হল, নিজের জন্য ওই জিনিস পছন্দ করবে যা অন্যের জন্য পছন্দ করবে। আর অপরের জন্যই জিনিস

পছন্দ করবে যা নিজের জন্য করবে। অনুরূপভাবে নিজের জন্য তাই অপছন্দ করবে যাও পরের বেলায় অপছন্দ করো।

এবার বলুন,আপনার অনুপস্থিতিতে কেউ আপনার দোষ-ত্রুটি ঘাটাঘাটি করলে আপনার অন্তরে ব্যথা লাগবে কি? আপনি তাকে কী বলবেন__ভালো না খারাপ? যদি তাকে খারাপ ভাবেন,আপনার দোষ চর্চার কারণে যদি সে খারাপ হয়ে যায় তাহলে আপনি এই কাজটিই অপরের জন্য করবেন__তা কিভাবে ভালো হতে পারে! এটাতো দ্বৈতনীতি। নিজের জন্য এক নিয়ম অপরের জন্য আরেক নিয়ম। এরই নাম মুনাফেকি। গীবতের মধ্যে মুনাফিকি ও শামিল আছে। এ কথাগুলো গভীরভাবে চিন্তা করুন। গীবতের শাস্তির কথা ভাবুন। তাহলে ইনশাআল্লাহ গীবত করার উৎসাহ কমে যাবে।

গীবত সকল অনিষ্টের মূল:

মনে রাখবেন, গীবত সকল অনিষ্টের মূল। ঝগড়া-ফ্যাসাদ এ গীবতের কারণেই হয়। পরস্পর অনৈক্যের মূলও এটি। বর্তমান সমাজে যেসব বিশৃঙ্খলা দেখতে পাচ্ছি, এর জন্যও গীবত অনেকাংশে দায়ী। আল্লাহ না করুন, কেউ যদি মদ পান করে তাহলে সকলেই তাকে খারাপ ভাববে। দীনের সঙ্গে সামান্যতম সম্পর্ক আছে, এমন ব্যক্তিও তাকে ‘মন্দ’ ভাববে। সকলেই বলবে, এ তো পাপাচারে লিপ্ত। স্বয়ং মদপানকারীও নিজেকে ‘ভালো’ মনে করবে না। অদৃশ্য এক পাপ-যাতনায় সে সর্বদাই লিপ্ত থাকবে। পক্ষান্তরে গীবতকারীর অন্তরে এরূপ কোন অনুভূতি জাগে না। কেউ তাকে খারাপ মনে করে না। সুতরাং বুঝা গেল, গীবত যে কত বড় গুনাহ তা আমাদের অন্তরে এখনো আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। জঘন্য, মারাত্মক ও অপবিত্র একটি কাজে আমরা লিপ্ত আছি; একথা আমরা আজও অনুধাবন করতে পারি নি। এর পরিণতির কথা আমরা একটুও ভাবি না। গীবতের হাকিকত সম্পর্কেও আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। অথচ মদ পান করার গুনাহ আর গীবতের গুনাহর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। মদ পান করা যেমন অন্যায় ও অপরাধ, অনুরূপভাবে গীবত

করাও একটা অপরাধ। সুতরাং অন্তরে গীবতের মারাত্মক পরিণতি ও জঘন্য শাস্তির ভয় সৃষ্টি করতে হবে।

গীবত করাও কবীরা গুনাহ:

মদ পান, ডাকাতি এবং ব্যভিচার যেমনিভাবে কবিরা গুনাহ, অনুরূপভাবে গীবতও কবীরা গুনাহ। কবিরা গুনা হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য এগুলোর মাঝে নেই। অন্যান্য কবিরা গুনাহর মতোই গীবতও নিঃসন্দেহে একটি হারাম কাজ। যেহেতু এটি হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত। হুকুকুল ইবাদ একটি স্পর্শকাতর বিষয়। যার সম্পর্কে ইসলামের বিধান হল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাফ না করা পর্যন্ত মাফ হবে না। অন্যান্য গুনাহ তাওবার মাধ্যমে মাফ হয়ে যায়। কিন্তু গীবতের বেলায় শুধু তাওবা যথেষ্ট নয়। বরং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও ক্ষমা করে দিতে হবে। এবার অনুধাবন করুন, গীবত করা কত বড় গুনাহ। আল্লাহর ওয়াস্তে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোন যে, কারো গীবত করবো না, কারো গীবত শুনবো না। কোনো মজলিসে গীবত শুরু হলে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দেব। আলোচনার মোড় পাল্টাতে না পারলে মজলিস ছেড়ে চলে যাব। যেহেতু গীবত করাও হারাম এবং শোনাও হারাম।

ব্যভিচারের চেয়েও জঘন্য:

নবীজি ﷺ গীবত নামক এ জঘন্যতম গুনাহর কথা সাহাবায়েকেরামের সন্মুখে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। এজন্য এই সুবাদে আলোচনা করতে গিয়ে একটি হাদিস সামনে রাখা প্রয়োজন, যেন এর ভয়াবহতা ও কদর্যতা আমাদের হৃদয়ে বসে যায়। আল্লাহ তাআলা

আপন রহমতে গুনাহটির ভয়াবহতা আমাদের অন্তরে বসিয়ে দিন এবং জঘন্য গুনাহটি থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন। আমিন।

উল্লেখিত হাদীসের মাধ্যমে গীবতের ভয়াবহতা আপনারা নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন যে, গীবতকারী আখেরাতে নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে।

অপর এক হাদীসে এসেছে, হাদীসটি সনদের দিক থেকে তেমন মজবুত না হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গীবতের গুনাহ জিনা-ব্যভিচারের গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।

প্রশ্ন হল, এর কারণ কী?:

উত্তর হল, আল্লাহ না করুন, যদি কেউ ব্যভিচারের গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নিলে আল্লাহ চাহে তো গুনাহটি মাফ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে গীবত এমন মারাত্মক গুনাহ যে, গুনাহটির ক্ষমা ততক্ষণ পর্যন্ত পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না যার গীবত করেছে সে ক্ষমা করে দেয়। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, বাবুল গীবাত খন্ড ৮ পৃষ্ঠা ৯২)

গীবত থেকে বাঁচার শপথ:

গীবতের বিস্তৃত আলোচনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হল। আপনারা এতক্ষণ তা শুনেছেন। কিন্তু এক কান দিয়ে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দিলে চলবে না। প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে, ইনশাআল্লাহ, আর কোনদিনও কারো গীবত বা পরনিন্দাসুচক একটি শব্দও বলব না। তবুও কখনো ভুল হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করে নিতে হবে। গীবতের

সঠিক প্রতিকার বা চিকিৎসা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করা। একথা বলা যে, 'ভাই, আমি তোমার গীবত করেছি, আমাকে মাফ করে দাও।' আল্লাহ তাআলার কিছু বিশেষ বান্দা আছেন তারা এমনই করে থাকেন।

বাঁচার উপায়:

হযরত থানবী রহ. বলেছেন, মাঝে মাঝে দু'এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলেন যে, হুজুর, আমি আপনার গীবত করেছি। আমাকে মাফ করে দিন।

তখন আমি তাদেরকে বলি, এক শর্তে মাফ করে দিব। প্রথমে বলতে হবে, আমার কী গীবত করেছ? এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো, যাতে আমি জানতে পারি, মানুষ আমার সম্পর্কে কী বলে! যদি আমার সামনে বলতে পারো তাহলে মাফ পেয়ে যাবে।

হযরত থানবী বলেন, আমার এরূপ করার পেছনে একটা কারণ আছে। তা হল, হতে পারে, যে দোষ আলোচনা করা হয়েছে, তা আমার মধ্যে বাস্তবেই আছে। সুতরাং দোষটা আমার জানা হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে হয়তো আল্লাহ তাআলা এ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক আমাকে দিয়ে দিবেন।

তাই গীবতের প্রকৃত চিকিৎসা এটাই। এ চিকিৎসা গ্রহণ করা যদিও কষ্টকর, যদিও মনের উপর করাত চালিয়ে তারপর অন্যকে বলতে হবে,'আমাকে মাফ করে দাও, আমি তোমার গীবত করেছি।' তবুও এটাই আসল চিকিৎসা। দু'চার বার এই তদবির মত কাজ করলে ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষা হয়ে যাবে।

বুযুর্গানে দ্বীন অবশ্য গীবত থেকে বাঁচার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাপত্রও দিয়েছেন। যেমন হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন, যখন অন্যের দোষচর্চার কথা মনে পড়বে তখনই নিজের

দোষগুলোর কথা চিন্তা করবে। ভাববে, কোনো মানুষই তো দোষমুক্ত নয়। আমার মধ্যেও তো এই দোষ আছে, ওই দোষ আছে... । সুতরাং অন্যের দোষচর্চা আমি কিভাবে করি! পাশাপাশি গীবতের শাস্তির কথা ও ভাববে। আল্লাহর নিকট দো'আ করবে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করুন । মজলিসে দোষ চর্চা হতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করবে। দোয়া করবি, হে আল্লাহ! এই মজলিসে গীবত শুরু হয়ে গিয়েছে; আমাকে হেফাজত করুন। এই জঘন্য পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন ।

মহানবী এর ক্ষমা চাওয়া:

আমার আর আপনার মূল্যই বা কতটুকু! নবীজি ﷺ মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়ে সাহাবায়েকেরামের উদ্দেশ্যে বললেন, আজ আমি নিজেকে তোমাদের নিকট সপে দিচ্ছি। যদি আমার দ্বারা কেউ কষ্ট পেয়ে থাকো, আমি যদি কারো শারীরিক বা আর্থিক ক্ষতি করে থাকি তাহলে আজ আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, প্রতিশোধ নিতে চাইলে নিয়ে নাও। মাফ করতে চাইলে তাও করতে পারো। কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তে যেন আমার জিম্মায় তোমাদের কোনো অধিকার অবশিষ্ট না থাকে।

এবার বলুন, সারা বিশ্বের রহমত, মানবজাতির মহান আদর্শ নবী মুহাম্মদ ﷺ। সাহাবায়েকেরাম যাঁর ইশারার অপেক্ষায় থাকতেন। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিতেও তারা সদাপ্রস্তুত থাকতেন। আজ তিনি নিজেই বলছেন, আমি যদি কারো উপর কোনো অন্যায় করে থাকি, যদি কারো হক নষ্ট করে থাকি তাহলে সে যেন প্রতিশোধ নিয়ে নেয়।

এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! একবার আপনি আমার কোমরে আঘাত করেছিলেন। আমি প্রতিশোধ নেব।

নবীজি ﷺ একটুও বিরক্ত হলেন না বরং বললেন, এসো, প্রতিশোধ নাও। তুমিও আমার কোমরে আঘাত কর।

সাহাবী এগিয়ে গেলেন। নবীজির পাশে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আঘাত করেছিলেন তখন আমার কোমর উন্মুক্ত ছিল। কোমরে তখন কোনো কাপড় ছিলনা। তাই পরিপূর্ণ প্রতিশোধ নিতে হলে আপনিও কাপড় উন্মুক্ত করুন।

নবীজি ﷺ তখন ছিলেন চাদরাবৃত। বললেন, 'আমি চাদর তুলে ধরছি।' এই বলে তিনি চাদর সরিয়ে নিলেন।

সাহাবীও সুযোগ কাজে লাগালেন। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং মাথা ঝুঁকিয়ে নবীজির মাহরে নবুওয়াতকে চুমু দিলেন। তারপর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি গোস্তাখি করেছি। শুধু এজন্য গোস্তাখি করেছি। আমাকে মাফ করে দিন। (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ খন্ড ৯ পৃষ্ঠা ২৭)

নবীজি ﷺ নিজেকে এভাবে সাহাবায়েকেরামের সামনে পেশ করেছিলেন। ভেবে দেখুন, আমার আর আপনার স্থান কোথায়! তাই যদি আমরা নিজেদের সম্পর্কের লোকদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার চিঠি লিখি তাহলে আমাদের কী এমন অসুবিধা হবে! হতে পারে আল্লাহ এর ওসিলায় আমাদেরকে মাফ করে দিবেন।সুন্নতের অনুসরণের নিয়তে যখন আমরা কাজটি করব হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দিন। আমিন।

নিজের দোষ দেখো:

ভাই, অন্যের দোষ কেন দেখো! নিজের দোষ দেখো। নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ কর। কারণ অপরের দোষের শাস্তি তোমাকে দেওয়া হবে না। তার দোষের শাস্তি সেই ভোগ করবে। তুমি পাবে তোমার সাজা। এটাই তোমার ফিকির হওয়া চাই। নিজের আমলের ব্যাপারে সজাগ থাকা চাই। অপরের দোষ তখনই চোখে লাগে যখন নিজের অন্যায় সম্পর্কে উদাসীন থাকে। নিজের দোষক্রুটি যখন সামনে থাকে তখন অন্যের দোষের দিকে ভুলেও চোখ যায় না। জবানে অন্যের দোষচর্চা আসে না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নিজের দোষ দেখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সমাজের সকল অনিষ্টের মূল একটাই_আমরা নিজের প্রতি নজর দেই না। ভুলে গেছি, আমার কবরে আমাকেই থাকতে হবে। আমরা এসব কথা সম্পূর্ণ ভুলে বসেছি। তাই কখনো এর গীবত করছি, কখনো ওর গীবত করছি। কখনো এর দোষচর্চা করছি, কখনো ওর দোষচর্চা করছি। মোটকথা দিনরাত আমরা এ জঘন্য গুনাহে লিপ্ত আছি। আল্লাহর ওয়াস্তে এ গুনাহ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করুন।

আলোচনার মোড় পাল্টে দাও:

আমাদের সমাজ ও পরিবেশ বড়ই নাজুক। এ সমাজে গীবত থেকে বেঁচে থাকা আসলেই কষ্টকর। তবে সাধ্যের বাইরে নয়। কারণ সাধ্যের বাইরে হলে আল্লাহ তাআলা গীবত হারাম করতেন না। দ্বারা প্রতীয়মান হয়, গীবত থেকে বেঁচে থাকার শক্তি মানুষের আছে। সুতরাং আলোচনা যখন গীবতের পথে এগোবে তখন সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ফিরে

আসবে। গীবত ছাড়া অন্য আলোচনা করবে। এরপরেও যদি গীবত হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে তওবা করবে, ইস্তেগফার করবে। ভবিষ্যতে গিবত না করার শপথ নিবে।

ইশারার মাধ্যমে গীবত করা:

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি. নবীজি ﷺ-এর নিকট বসে আলোচনা করছিলেন। কথায় কথায় উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা রাযি.-এর কথা উঠলো। সতীনদের মাঝে পারস্পরিক একটু টানাপড়েন থাকা যেহেতু অস্বাভাবিক নয় আর হযরত আয়েশা রাযি.-ও এ থেকে মুক্ত ছিলেন না। তাই তিনি হযরত সাফিয়া রাযি.-এর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে ইশারা করলেন। এর দ্বারা হযরত আয়েশা রাযি. ইঙ্গিতে বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি বেঁটে। মুখে বলেননি কিন্তু ইশারায় বলেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবীজি আয়েশা রাযি.-কে সম্বোধন করে বললেন, হে আয়েশা! আজ তুমি এমন একটি অন্যায় করেছ যার দুর্গন্ধযুক্ত বিষ কোনো সাগরে নিক্ষেপ করা হলে সমস্ত সাগর দুর্গন্ধ হয়ে যাবে।

ভেবে দেখুন, নবীজি ইঙ্গিতমূলক গীবতের ভয়াবহতা কিভাবে তুলে ধরলেন। অতঃপর তিনি বললেন, কেউ যদি আমাকে সারা দুনিয়ার ধন-সম্পদ দিয়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে কারো প্রতি বিদ্রুপ করে তার নকল করতে বলে, যার উদ্দেশ্য হয় ওই ব্যক্তির বিদ্রূপ করা ও বদনাম ছড়ানো। তথাপি আমি কাজটি করতে প্রস্তুত নই। (তিরমিজি শরিফ ২৬২৪)

লেখার মাধ্যমে গিবত :

মানুষের মনের ভাব ও মতামত প্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হলো লেখা। তাই লেখার মাধ্যমেও গিবত হতে পারে। ইমাম গাজালি (রহ.) বলেন, 'লেখার মাধ্যমেও গিবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি।' (ইহয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/১৪৫)
মহান আল্লাহ আমাদের গিবতমুক্ত জীবন দান করুন।

কারো বংশ নিয়ে সমালোচনা করা :

তুচ্ছ ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে কেউ যদি বলে, অমুক ব্যক্তির বংশ ভাল নয় বা অমুক ব্যক্তির গোষ্ঠী খারাপ বা অমুক নীচু বংশের লোক বা অমুক ব্যক্তির বংশের বৈশিষ্ট্যই এরকম তবে তা গীবত হবে। কারণ এভাবে বলার দ্বারা উক্ত বংশ বা গোত্রের সকলকে দোষারোপ করা হয়। আর এভাবে দোষী সাব্যস্ত করাটা ইসলামী শরীয়তে একেবারেই নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন – " নিশ্চয় যারা মু,মিন নর-নারীকে এমন ব্যাপারে কষ্ট দেয় যে ব্যাপারে তারা দোষী নয়, তাহলে তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপ অর্জন করল।" (সূরা আহযাব -৫৮)

বংশ নিয়ে গর্ব করা জায়েজ নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন – " মানুষের মধ্যে দু'টি কাজ রয়েছে যা কুফরী। একটি হচ্ছে বংশের গর্ব করা। আর অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।" (মুসলিম হা: ২৩৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবণে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন খুতবা প্রদানকালে বলেছিলেন, " হে লোকসকল ! আল্লাহ তা'আলা জাহেলী যুগের সকল গর্ব ও অহংকার দূর করে দিয়েছেন। এখন মানুষ দুই প্রকার – এক প্রকার হচ্ছে সৎ ও পহেযগার; তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সম্মানিত। আর এক প্রকার হচ্ছে অপরাধী ও হতভাগা। তারা আল্লাহ তা'আলার কাছে ঘৃণিত। আর সকল মানুষ আদম থেকে সৃষ্ট। আর আদমকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে বানিয়েছেন।

" আল্লাহ তা'আলা বলেন, " হে মানুষ সকল ! আমি তোমাদেরকে একই নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি এবং আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে ও বংশে বিভক্ত করে দিয়েছি যাতে তোমরা পরিচিতি লাভ করতে পার। " (তিরমিযী হা- ৩২৭০)

দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির উপর অপর ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কাজেই নিজেকে ও নিজের বংশকে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অপরের বংশের দোষ-ক্রটি বের করে তা প্রকাশ করা বা অপরের বংশকে গালি দেয়া ইসলামে বৈধ নয়।

দারিদ্র্যতার কারণে কারো সমালোচনা করা :

দারিদ্র্যতার কারণে কোন মু'মিনকে নিয়ে হাসি-ঠাট্রা করা ও অপরের কাছে বলে বেড়ানো এটাও এক প্রকার গীবত।

গীবত সম্পর্কে সতর্ক থাকুন:

বিদ্রূপ করা এবং তার নকল করা আজকাল বিনোদনের একটা অংশে পরিণত হয়েছে। যে এ ব্যাপারে বেশি পারদর্শী মানুষ তার প্রশংসা করে, তাকে ধন্যবাদ জানায়। অথচ মহা নবী ﷺ বলেছেন, কেউ যদি সারা পৃথিবীর ধন-সম্পদও আমাকে দিয়ে দেয় তবু আমি কারও নকল করতে প্রস্তুত নই।

এতে প্রতীয়মান হয়, নবীজি ﷺ কত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টিকে বাধা দিয়েছেন। জানিনা, আমরা কেন মদপান ও ব্যভিচারের মতো গীবতকেও খারাপ মনে করি না। ঘৃণাও করি না; বরং গীবত আমাদের নিকট মায়ের দুধের মতই প্রিয়। আমাদের কোনো বৈঠক গীবতমুক্ত কাটে না। অথচ গীবত মদপান ও ব্যভিচারের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। আল্লাহর ওয়াস্তে এই জঘন্য গুনাহ পরিহার করুন।

গীবত থেকে বাঁচবো কিভাবে:

গীবত থেকে বাঁচার উপায় হল, এর মারাত্মক পরিণতি ও শাস্তির কথা হৃদয়ে বসাতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনে কখনো গীবত করব না। অতঃপর বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করতে হবে, 'হে আল্লাহ! গীবত নামক জঘন্য গুনাহাটি থেকে আমি পরিত্রান চাই। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গল্প করার সময় গীবত লিপ্ত হয়ে পড়ি; হে আল্লাহ! আমি শপথ করছি, ভবিষ্যতে কখনো গীবত করব না। কিন্তু আমার এই শপথ ঠিক রাখা এবং এর উপর বদ্ধপরিকর থাকা তোমার সাহায্য ও তৌফিক ছাড়া সম্ভব নয়। হে আল্লাহ! দয়া করে আমাকে গীবত থেকে বেঁচে থাকার সাহস, উৎসাহ ও তৌফিক দান করো।

কারো হক নষ্ট হলে:

কারো হক নষ্ট হলে এ গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় কী?

এসম্পর্কে হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রহ. এবং আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতি মুহাম্মদ শফী রহ.-এর চিঠি প্রণিধানযোগ্য। চিঠিতে লেখা ছিল,'জীবনে আপনার বহু হক নষ্ট করেছি। কত অন্যায় আপনার সঙ্গে করেছি। সামগ্রিকভাবে আমার এ অসংখ্য অন্যায় ও অপরাধের ক্ষমা চাচ্ছি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

এজাতীয় চিঠি তাঁদের সম্পর্কের সকল লোকের নিকট পাঠিয়েছিলেন। আশা করা যায় আল্লাহ তাঁদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। অপরের হক নষ্ট করার গুনাহ থেকে মুক্তি দান করেছেন।

পক্ষান্তরে যদি এমন লোকের হক নষ্ট করা হয় যার নিকট ক্ষমা চাওয়া সম্ভব নয়। কারণ হয়তো সে মারা গিয়েছে অথবা এমন কোথাও চলে গেছে যেখানের ঠিকানা জানা নেই এবং জানাও সম্ভব নয়। এরূপ পরিস্থিতির নিরসনে হযরত হাসান বসরী রহ. বলেছেন,

‘যার গীবত করেছ কিংবা হক মেরেছ তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে থাকো। দোয়া করো, হে আল্লাহ আমি অমুকের গীবত করেছি, অমুকের হক নষ্ট করেছি; আপনি আমার উপর রহম করুন। আমার এ অন্যায় তাদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হিসাবে পরিণত করুন।’

সাথে সাথে তাদের জন্য অধিকহারে তওবা ও ইস্তেগফার করবে। এটাও গুনাহ ও শাস্তি থেকে বাঁচার একটি পন্থা।

আমরা যদি বুযুর্গদের মত চিঠি দেখি তাহলে আমাদের কি নাক কাটা যাবে? নাকি আমাদের মর্যাদাহানী হবে? হিম্মত করে যদি আমরা এরূপ করতে পারি, হতে পারে আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।

ক্ষমা চাওয়া ও ক্ষমা করার ফজিলত:

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা কারো নিকট ক্ষমা চায়, যার নিকট ক্ষমা চাওয়া হয়, সে যদি ক্ষমাপ্রার্থী করুণ ও লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে মাফ করে দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলাও তাকে ঐদিন মাফ করে দিবেন যেদিন তাঁর ক্ষমা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। কিন্তু যদি মাফ না করে বলে দেয়, আমি তোমাকে মাফ করবো না। তাহলে আল্লাহ তা’আলা বলেন, আমিও সেদিন তোমাকে মাফ করবো না। তুমি যখন আমার বান্দাকে মাফ করছ না, আমি কিভাবে আজ তোমাকে মাফ করবো?

ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই ক্ষমা চাইতে হবে। মাফ করুক বা না করুক তবুও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। ক্ষমা চাওয়াও একপ্রকার দায়মুক্তি। যার হক নষ্ট করা হয়েছে সর্বদা তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। এটা হক নষ্টকারীর অনিবার্য কর্তব্য।

গীবতকারী নিজের মুখমণ্ডল খামচাবে

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক রাযি. নবীজি ﷺ-এর বিশিষ্ট খাদেম। সুদীর্ঘ দশ বছর নবীজির খেদমত করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মিরাজ-রজনীতে যখন আমাকে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তখন (জাহান্নাম দেখানোর সময়) আমাকে এমন কিছু লোক দেখানো হয়েছিল, যারা নিজেদের নখরাঘাতে মুখমণ্ডল ও বক্ষদেশ থেকে রক্ত ঝরাচ্ছিল। আমি জিবরাইল আ.-কে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? জিবরাইল আ. বললেন, এরা ঐসব লোক যারা মানুষের গোশত খেতো অর্থাৎ গীবত করতো। আর মানুষের ইজ্জত-সম্ভ্রমে আঘাত হানত। (আবু দাউদ ৪৮৭৮)

গীবত না করার প্রতিজ্ঞা করুন:

কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে তার উপর দৃঢ়সংকল্প করতে হয়। অন্যথায় কাজটি পূর্ণ করা যায় না। কারণ সকল নেক কাজের পথে শয়তান বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। সে কাজকে পেছনে নিয়ে যেতে থাকে। সাথে সাথে প্ররোচনাও দিতে থাকে যে, ঠিক আছে, কাজটি আগামী দিন থেকে শুরু করা যাবে। কথিত 'আগামী দিন' এলে দেখা যায় নতুন আরেকটি ওযর সামনে এসে দাঁড়ায়। কাজ আর করা সম্ভব হয়ে উঠে না। তখন মনে মনে বলে, ঠিক আছে, আগামী দিন শুরু করা যাক। এভাবে 'আগামী দিন' শুধু 'আগামী দিন' থেকে যায়। আগামী দিন আর 'বর্তমান' হয় না। তাই কাজ করতে হলে সাথে সাথেই করতে হবে।

জাগতিক কর্মের বেলায়ও আমরা দেখি, যার আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি– সে আয় বাড়ানোর জন্য কেমন হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে! ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করার জন্য কত কষ্ট করে! অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভের জন্য কতইনা প্রচেষ্টা চালায়! অথচ আমাদের কী হলো, আমরা আমাদের বদভ্যাস ত্যাগ করতে পারি না এবং এর জন্য চিন্তিতও হই না!!!

নিজের অন্তরে অনুশোচনা জাগিয়ে তুলুন। ব্যাকুল ও অনুতপ্ত হয়ে দুই রাকাত সালাতুল হাজত পড়ুন। অনুনয়-বিনয়ের সাথে আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন যে, হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ পরিহার করতে চাই, আপনি দয়া করে আমাকে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দিন। আমাকে দৃঢ়তা দান করুন।

এভাবে দোয়ার পর বদ্ধপরিকর হবেন এবং প্রতিজ্ঞা পালনে নিজেকে বাধ্য রাখবেন।

হযরত থানবী রহ. বলেন, তবুও যদি কাজ না হয় তাহলে নিজের উপর কিছু জরিমানা নির্দিষ্ট করে নাও। যথা, এভাবে প্রতিজ্ঞা করবে যে, কোনো সময়ে গীবত হয়ে গেলে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়বো অথবা আল্লাহর রাস্তায় এত টাকা দান করব। এভাবে আমল করলে ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে গুনাহটি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এর জন্য অন্তরের ব্যকুলতাও থাকতে হবে। কঠিন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি রোগমুক্তির জন্য যেরূপ ব্যাকুল থাকে ঠিক তদ্রূপ ব্যাকুল থাকতে হবে। কারণ এ বদ স্বভাব মারাত্মক একটি ব্যাধি। শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মারাত্মক ব্যাধি। এটি মানুষকে জাহান্নামের অতলান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। তাই গুনাহটি ছাড়তেই হবে। পরিবারকেও রক্ষা করতে হবে এ জঘন্য গুনাহ থেকে।

নারীদের মধ্যে গুনাহটির প্রচলন বেশি। দু-চারজন নারী একত্র হলেই শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা। এজন্য নারীরা সর্বপ্রথম প্রতিজ্ঞা নিতে হবে। তাহলে সংসার ও পরিবার গুনাহটি থেকে সহজে বাঁচতে পারবে।

গীবতের ব্যাপারে সালাফদের সতর্কতা অবগত হওয়া :

নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তারা গীবত থেকে কিভাবে সতর্ক থাকতেন এবং কি পদক্ষেপ নিতেন, সেগুলো অবহিত হ'লে গীবত থেকে বাঁচা যাবে। এখানে সালাফদের জীবনী থেকে কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা হ'ল।-

(১) আবুবকর (রাঃ) জিহবাকে খুবই ভয় পেতেন। একদিন ওমর (রাঃ) তাঁর কাছে আসলেন। এসে দেখেন আবুবকর (রাঃ) নিজের জিহবা ধরে টানাটানি করছেন। ওমর (রাঃ) বললেন, কি করছেন, থামুন! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন আবুবকর (রাঃ) বলেলেন, এই জিহবাই আমাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করেছে।

(২) আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, একবার আমি মানত করলাম যে, যদি কারো গীবত করি তাহ'লে একদিন করে ছিয়াম রাখব। এভাবে আমি গীবত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমি গীবত করি আবার ছিয়ামও রাখি। ফলে আমি নিয়ত করলাম, একবার গীবত করলে এক দিরহাম করে ছাদাক্বাহ করব। এবার আমি দিরহামের ভালোবাসায় গীবত পরিত্যাগ করতে সক্ষম হ'লাম'।

(৩) ত্বাউস্ক ইবনে ওয়াহহাব বলেন, একবার আমি অসুস্থ অবস্থায় মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, তুমি কি অসুস্থ? বললাম, হ্যাঁ! আমি তার কাছে নিজের রোগের ব্যাপারে আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন, অমুক ডাক্তারের কাছে যাও এবং তার কাছে পরামর্শ নেও। একটু পরে আরেকজন ডাক্তারের কথা উল্লেখ করে বললেন, তুমি বরং অমুকের কাছে যাও। সে আগের জনের চেয়ে অভিজ্ঞ

ডাক্তার। কথাটা শেষ হ’তেই বললেন, ‘আস্তাগফিরুল্লাহ! আমি হয়ত প্রথম ডাক্তারের গীবত করে ফেললাম’।

উল্লেখ্য যে, কাউকে সতর্ক করার জন্য কারো দোষ বর্ণনা করা জায়েয এবং ক্ষেত্র বিশেষে ওয়াজিব। সেকারণ কেউ যদি কোন অনভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়, তবে তাকে অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর ঘটনার ক্ষেত্র হয়ত ভিন্ন রকম ছিল। হয়ত উভয়ই ভালো ও সমমানের ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু প্রথম জনকে অনুত্তম বলে ফেলার কারণে এটাতেও তিনি গীবত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করেছেন। মূলত ইবনু সীরীন এত শক্তভাবে গীবত পরিহার করার চেষ্টা করতেন যে, অনেক ক্ষেত্রে বৈধ গীবতকেও পরিহার করতেন। অন্যত্র তিনি বলেন, ‘গীবতের একটি প্রকার আছে, অথচ অধিকাংশ মানুষ সেটাকে গীবতই মনে করে না। সেই গীবতটা হ’ল, অমুকের চেয়ে অমুক বেশী জ্ঞানী বলা। কেননা এই কথার দ্বারা যাকে কম জ্ঞানী মনে করা হয় তাকে হেয় করা হয়। আর এটা তো সবার জানা কথা যে, গীবত হ’ল কারো পিছনে এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে’।

(৪) মাইমূন ইবনে সিয়াহ (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। তিনি নিজে কারো গীবত করতেন না এবং তার সামনে কাউকে গীবত করতেও দিতেন না। কাউকে গীবত করতে দেখলে তাকে ধমক দিতেন এবং নিষেধ করতেন। অন্যথা সেখান থেকে উঠে চলে যেতেন।

(৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ‘যেদিন আমি জেনেছি, গীবতের মাধ্যমে গীবতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারপর থেকে কোন দিন আমি কারো গীবত করিনি’। বকর ইবনে মুনীর (রহঃ) বলেন, আমি আবূ আব্দুল্লাহ বুখারীকে বলতে শুনেছি, ‘আমি আশা করি, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না’।ইমাম বুখারীর এই কথা প্রসঙ্গে হাফেয যাহাবী বলেন, ‘তিনি সত্যই

বলেছেন। কারণ জারাহ ও তা'দীলের ক্ষেত্রে কেউ যদি তাঁর শব্দ চয়ন ও বাক্য বিন্যাসের দিকে গভীর দৃষ্টি দেয়, তাহ'লে তিনি খুব সহজেই ইমাম বুখারীর তাক্বওয়াপূর্ণ সামালোচনা-রীতি অনুধাবন করতে পারবেন। সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পারবেন যে, তিনি যাদের যঈফ বা দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন, তাদের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। একারণে অধিকাংশ সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে বলেছেন, 'মুনকিরুল হাদীছ, সাকাতু আনহু, ফীহি নাযরুন' ইত্যাদি। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কাউকে কায্যাব (মহা মিথ্যুক) অথবা হাদীছ রচনাকারী বলে আখ্যা দিয়েছেন। অধিকন্তু তিনি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, আমি যখন কারও ক্ষেত্রে বলি, তার হাদীছ বর্ণনায় ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তখনই মূলত সে সবার কাছে অভিযুক্ত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তার পূর্বোক্ত বক্তব্য, আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় হাযির হব যে, কারো গীবত করার ব্যাপারে আমি হিসাবের সম্মুখীন হব না, কথাটার সারমর্ম এটাই'।

(৬) প্রখ্যাত তাবেঈ রাবী' ইবনু খুছাইম (রহঃ) গীবতের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকতেন। জনৈক সালাফ বলেছেন, আমি বিশ বছর যাবৎ রাবী' ইবনে খুছাইমের সাথে চলেছি। কিন্তু কাউকে নিন্দা করে একটা শব্দও তাকে বলতে শুনিনি।

(৭) ওয়াহিব ইবনুল ওয়ার্দ (রহঃ) বলেন, والله لَترك الغِيبة عندي أحب إليَّ من التَّصدُّق بجبل من ذهبٍ، 'আল্লাহর কসম! গীবত পরিত্যাগ করা আমার কাছে এক পাহাড় স্বর্ণ আল্লাহর পথে ছাদাক্বাহ করার চেয়েও প্রিয়তর'।

(৮) আব্দুল কারীম ইবনে মালেক (রহঃ) বলেন, 'আমরা সালাফে ছালেহীনকে এমন পেয়েছি যে, তারা শুধু ছালাত ও ছিয়ামকে ইবাদত মনে করতেন না; বরং মানুষের সম্মান রক্ষার জন্য গীবত পরিহার করাকেও ইবাদত গণ্য করতেন'।

(৯) এক ব্যক্তি হাসান বছরী (রহঃ)-এর কাছে এসে বললেন, 'আপনি আমার গীবত করেছেন'। তখন হাসান বছরী বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার কাছে এত বেশী না যে, আমি গীবত করে নিজের নেকীগুলো তোমাকে দিয়ে দেব'।

(১০) সুফিয়ান ইবনুল হুছাইন বলেন, একদিন আমি ইয়াস ইবনে মু'আবিয়া (রহঃ)-এর কাছে বসেছিলাম। এক লোক আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি সেই লোকের ব্যাপারে কিছু কথা বললাম। তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'চুপ থাকো! তুমি কি রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তিনি বললেন, তবে কি তুমি বাইজেন্টাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ? বললাম, না। তখন তিনি বললেন, তোমার থেকে রোমান ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য নিরাপত্তা লাভ করেছে, কিন্তু তোমার মুসলিম ভাই তোমার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ হ'তে পারেনি'। এরপর থেকে আমি কখনো কারো ভুল-ত্রুটির ব্যাপারে সমালোচনা করিনি।

(১১) ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনাবাসীর প্রশংসা করে বলেন, আমি এই শহরে এমন কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের কোন ভুল-ত্রুটি ছিল না। কিছু মানুষ তাদের ভুল খুঁজে বের করার চেষ্ট করে নিজেরাই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। আর আমি মদীনাতে এমন কিছু মানুষেরও সন্ধান পেয়েছি, যাদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। কিন্তু তারা অপর মানুষের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে নীরবতা অবলম্বন করত। ফলে তাদের দোষ-ত্রুটি আল্লাহ গোপন রেখেছেন এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিস্মৃত করে দিয়েছেন'।

(১২) মদীনা ইসলামী বিশবিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর ক্লাসে হাযিরা নিচ্ছেন। ছায়েম নামে একজন ছাত্রকে অনুপস্থিত পেলেন। তিনি ছাত্রদের কাছে ছায়েমের অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। তারপর একটু কৌতুক করে বললেন,هو صام ونام 'ছায়েম তো ছিয়াম রেখে ঘুমাচ্ছে। মন্তব্যটা করেই প্রফেসর ছাহেব, 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে উঠলেন। কারণ ছায়েমের ব্যাপারে তার মন্তব্যটিকে গীবত মনে হওয়ায় তিনি লজ্জিত হয়েছেন। পরের দিন

ছায়েম যখন ক্লাসে আসল, তিনি সব ছাত্রের সামনে গীবতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ছায়েমের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং ছায়েমকে অনেকগুলো বই উপহার দিলেন।

(ইন্টারনেট)

গীবতের কাফফারা:

এক হাদীসে এসেছে। হাদীসটি সনদের দিক থেকে দুর্বল হলেও অর্থের দিক থেকে বিশুদ্ধ। যদি ঘটনাচক্রে কারো গীবত হয়েই যায় তাহলে তার কাফফারা দিতে হবে। কাফফারা হলো, যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করা, ইস্তেগফার করা। যেমন কেউ আজীবন গীবত করেছিল। এখন তার হুঁশ হলো। ভাবল, আমি তো আজীবন এগুনাহ করে এসেছি। কার কার গীবত করেছি তাও পুরোপুরি জানা নেই। কোথায় তাদেরকে খুঁজে বেড়াবো, তবে ভবিষ্যতে আর গীবত করবো না। এখন উপায়? উপায় একটাই। যাদের গীবত করা হয়েছে তাদের জন্য দোয়া করতে থাকা, ইস্তেগফার অব্যাহত রাখা। এভাবে হয়তো গুনাহটি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। (মিশকাত, কিতাবুল আদাব ৪৮৭৭)

আসুন আমরা সবাই আল্লাহর দরবারে এভাবে বারবার প্রার্থনা করে নিজেদের অন্তরগুলিকে সকল হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার থেকে পবিত্র করি।

আমাদের সবার উচিত অন্যের দোষ-ত্রুটি অপরের কাছে আলোচনা না করে নিজের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করে তা সংশোধন করতে সচেষ্ট থাকা। তা হলে পরনিন্দা করার আর কোনো সুযোগ থাকবে না।

নিজ অন্তরকে বিদ্বেষমুক্ত করলে আমরাই লাভবান হব। অন্তর হিংসার কঠিন ভার থেকে মুক্ত হবে, প্রশান্তি অনুভূত হবে, আল্লাহর যিকরে মনোযোগ দিতে পারব, আল্লাহর রহমত, বরকত ও ক্ষমা লাভ করব এবং সর্বোপরি কম আমলেই জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারব। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হৃদয়কে হিংসা, বিদ্বেষ ও অন্যের অকল্যাণ চিন্ত থেকে পবিত্র রাখার অভাবনীয় সাওয়াবের কথা জানতে পেরেছি। আমরা দেখেছি যে, এভাবে হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও ঘৃণামুক্ত রাখা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম সুন্নাত যা তিনি বিশেষভাবে পালন করার নিদের্শ দিয়েছেন।

গীবত বা পরনিন্দা রোজাকে নষ্ট করে দেয়:

গীবত শব্দটির আভিধানিক অর্থ দোষারোপ করা, কুৎসা রটনা, পেছনে সমালোচনা করা, পরচর্চা করা, পরনিন্দা করা, কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষগুলো অন্যেও সামনে তুলে ধরা।

ইসলামি শরিয়তে গীবত হারাম ও কবিরা গুনাহ। যারা অগ্র-পশ্চাতে অন্যের দোষ বলে বেড়ায় তাদের জন্য ইসলামে ধবংসের দুঃসংবাদ রয়েছে। পবিত্র কোরআনে সূরা আল-হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, আর তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না। এতে করেই প্রমাণ হয়ে যায় যে, মহান রাব্বুল আলামীন গীবত বা পরনিন্দা কতটা অপছন্দ করেন।

রোজা অবস্থায় গীবত করলে রোজা ভাঙে না। তবে রোজার সওয়াব ও গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। গীবত কবিরা গোনাহ। কোরআনে কারিমে এবং হাদিস শরিফে এর ঘৃণ্যতা ও ভয়াবহতার কথা এসেছে। শুধু রোজা নয় সাধারণ সময়ই এটি খুবই নিকৃষ্টতম কাজ ও অভ্যাস। মাহে রমজান পবিত্র মাস। মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের

সকলের। আর এই জন্য রোজাদারদের মধ্যেও কতগুলো সদগুণ- পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহানুভূতি, দানশীলতা, উদারতা থাকা দরকার।

পরচর্চা, পরনিন্দা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি হল নিন্দনীয় আচরণ। এগুলো সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়। আর তাই এ সমস্ত আচরণ বর্জন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। কারও দোষ বা কুৎসা রটানো, গীবত করা হল পরচর্চা ও পরনিন্দা। আর এই কাজগুলো সমাজের কাছে যেমন ঘৃণ্যতর, তেমনি তা আল্লাহর কাছেও অত্যন্ত পাপের কাজ।

আর পবিত্র রমজান মাসে রোজা অবস্থায় এর ভয়াবহতা আরও বেশি। হাদিস শরিফে এসেছে, নবী করীম (সা.) বলেন, রোজা হল ঢাল, যে পর্যন্ত না তাকে বিদীর্ণ করা হয়। জিজ্ঞাসা করা হলো, কীভাবে রোজা বিদীর্ণ হয়ে যায়? নবী করীম (সা.) বলেন, মিথ্যা বলার দ্বারা অথবা গীবত করার দ্বারা। এই বিষয়ে মুফাসসির মুজাহিদ (রহ.) বলেন, দুটি অভ্যাস এমন রয়েছে, এ দু'টি থেকে যে বেঁচে থাকবে তার রোজা নিরাপদ থাকবে- গীবত ও মিথ্যা।

নবী করীম (সা.) বলেন, তোমাদের কেউই কারও গীবত করবে না। গীবত করলে তোমরা ধ্বংস হবে। তিনি আরও বলেন, তোমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকো। কারণ তাতে তিনটি ক্ষতি রয়েছে। এগুলো হলঃ গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না, কোনো নেক আমল কবুল হয় না ও সেইসাথে তার আমলনামায় পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে।

কোরআন ও হাদিসে গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে মৃত ব্যক্তির গোশত কেটে ভক্ষণ করা হলে মৃত ব্যক্তির কোনো কষ্ট হয় না, তেমনি কারও গীবত করা হলে সে অনুপস্থিত থাকায় তারও কোনো কষ্ট হয় না। এভাবে মৃত

ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ অত্যন্ত খারাপ ও নিকৃষ্ট কাজ, যা মানুষের রুচি বিরুদ্ধ। ঠিক গীবতও এ রকম।

রোজা রেখে কিংবা রোজাদারের গীবত সম্পর্কে নবী করীম (সা.) বলেন, যারা গীবত করবে এরা ইহকালে যদিও ভালো ভালো নেক আমল করে, রোজা রাখে বা অন্যান্য ইবাদত করলেও এদের পুলসিরাত অতিক্রম করতে দেওয়া হবে না। বরং তাদেরও বলা হবে তোমরা গীবতের কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সামনে এগুতে পারবে না। অথচ পুলসিরাত অতিক্রম না করে কারও পক্ষেই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই বোঝা গেল, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

তাই পবিত্র মাহে রমজানে আল্লাহ পাক আমাদের গীবত করা থেকে বিরত রাখুক। আমরা সবাই যেন পবিত্র মাহে রমজানের পবিত্রতা মেনে গীবত, পরনিন্দা, পরচর্চা ইত্যাদি সকল পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে পারি।

গীবতের কারণ সমূহ:

নানাবিধ কারণে মানুষ গীবতের মতো জঘন্য পাপে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। নিচে কতিপয় কারণ ধারাবাহিকভাবে আলোকপাত করা হ'ল-

১. আল্লাহর ভয় কম থাকা :

যেকোন পাপ সংঘটিত হওয়ার মূল কারণ হ'ল আল্লাহর ভয় না থাকা। যদি কারো হৃদয়ে আল্লাহভীতির চিহ্ন থাকে, তাহ'লে তিনি কখনোই গীবতের মত জঘন্য পাপে জড়াবেন না। কিন্তু বাহ্যিক পরহেযগার যদি অন্যায়ভাবে গীবত চর্চা করেন, তাহ'লে তার তাক্বওয়া পূর্ণাঙ্গ নয় বলে প্রমাণিত হয়।

ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন,مَنْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ مَا قَال، 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, সে যা তা বলে ফেলে'।
ইবনু হাযম, হাজ্জাতুল ওদা', পৃ. ৩৮৪।

কিন্তু বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে, তখন সে মেপে মেপে কথা বলে। পরনিন্দা করতে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে। কেননা আল্লাহ বলেছেন, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد- 'যখন দু'জন ফেরেশতা ডানে ও বামে বসে তার আমলনামা লিপিবদ্ধ করে। সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে' (ক্বা-ফ ৫০/১৭-১৮)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরকুল শিরোমণি আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, يَكْتُبُ كُلَّ مَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَكْتُبُ قَوْلَهُ: أَكَلْتُ، شَرِبْتُ، ذَهَبْتُ، جِئْتُ، رَأَيْتُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ عَرَضَ قَوْلَهُ وَعَمَلَه، 'সে ভালো-মন্দ যা কিছু বলে সব লিখে নেওয়া হয়। এমনকি 'আমি খেয়েছি, পান করেছি, গিয়েছি, এসেছি, দেখেছি' তার এই কথাগুলোও লেখা হয়। তারপর বৃহস্পতিবারে তার কথা ও আমল (লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা আল্লাহর সামনে) পেশ করেন'।
তাফসীর ইবনে কাছীর ৭/৩৯৯; ফাৎহুল ক্বাদীর ৫/৯৩।

২. অলস-অবসর ও বেকারত্ব :

সবচেয়ে বেশী গীবত চর্চা হয় অবসর সময়ে। মানুষের যখন কর্ম ব্যস্ততা থাকে না, তখন সে অবসর পায়। আর এই অবসর সময় অতিবাহিত করার জন্য চলে যায় গল্পের আড্ডায়, চা স্টলে, ক্লাবে, রাস্তার মোড়ে, হাট-বাজারে অথবা ইন্টারনেটের সুবিস্তৃত প্রান্তরে। শুরু হয় অপ্রয়োজনীয় গাল-গল্প। এক পর্যায়ে মুখরোচক কথায় মানুষের নিন্দা ও দোষকীর্তন শুরু হয়ে যায়। চায়ের চুমুকে চুমুকে গীবতের চর্চা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, আল্লাহর ঘর মসজিদে গীবত করতেও তাদের বুক কেঁপে উঠে না। ছালাতের পরে মুসলিম

ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের মহোৎসবে মেতে উঠে। মহিলারাও পিছিয়ে নেই; বরং তারা অবসর সময়ে গীবত চর্চাতে পুরুষের চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকে।

তাছাড়া অবসর সময়গুলোতে মিডিয়া পাড়াও মুখরিত হয়ে উঠে পরনিন্দার অনুশীলনে। কোথায় কে কি করেছে বা না করেছে- তা সুনিপুণভাবে ফুটে ওঠে গীবতকারীর স্ট্যাটাসে। শুরু হয় লাইক-কমেন্ট আর শেয়ারের উম্মাতাল ঝড়। যেন সবাই পাপের ভাগ-বাটোয়ারাতে উঠে পড়ে লেগেছে। জাহান্নামের পথে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغ ‘অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় নিপতিত হয় দু’টি নে‘মতের ব্যাপারে: সুস্বাস্থ্য এবং অবসর’।
বুখারী হা/৬৪১২; মিশকাত হা/৫১৫৫।

৩. অধিক ঠাট্টা-মশকরা করার প্রবণতা :

অনেক সময় হাসি-তামাশা ও ঠাট্টা-মশকারার মাধ্যমে পরনিন্দা করা হয়। মানুষের শারীরিক গঠন, কথার ভঙ্গি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-গাড়ি প্রভৃতি নিয়ে আমরা মজা করার চেষ্টা করি। যেন আমরা হেসে-খেলে নিজের দেহকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। গীবতের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, اللعب والهزل والمطايبة وَتَزْجِيَةُ الْوَقْتِ بالضَّحِك فَيذكر عيوب غيره بِمَا يضحك الناس على سبيل المحاكاة ومنشؤه التكبر والعجب، ‘ক্রীড়া-কৌতুক, ঠাট্টা-রসিকতা এবং কৌতুক-মশকরায় সময় কাটানোর জন্য গীবত করা হয়। মানুষকে হাসানোর জন্য অঙ্গ-ভঙ্গি নকল করে অপরের দোষ বর্ণনা করা হয়। মূলতঃ এর উৎপত্তি স্থল হ’ল অহংকার ও দাম্ভিকতা’।
গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৪৭।

৪. আত্মমর্যাদা ও অহমিকা :

অহংকার ও আত্মমর্যাদাবোধ মানুষের বিবেকের চোখ অন্ধ করে দেয়। তখন সে মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে থাকে এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে থাকে। যেমন কারো সম্পর্কে বলা সে তো মূর্খ, কিছুই বোঝে না। এই কথার উদ্দেশ্য হ’ল তার চেয়ে আমি বেশী জানি।

মূলতঃ বুদ্ধি-বিবেক লোপ পাওয়ার কারণে সে অন্যের দোষকীর্তন করে থাকে। মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) বলেন, مَا دَخَلَ قَلْبَ امْرِئٍ شَيْءٌ مِنَ الْكِبْرِ قَطُّ إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَقْلِهِ بِقَدْرِ مَا دَخَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، 'কখনো যদি কারো হৃদয়ে সামান্য অহমিকাও প্রবেশ করে, তাহ'লে সেই পরিমাণ তার বিবেক লোপ পায়, সেটা কম হোক বা বেশী হোক'।

ইবনু আবিদ্দুনয়া, আত-তাওয়াযু' ওয়াল খুমূল, পৃ. ২৭২।

সুতরাং যে নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করবে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করবে, অথবা কারো ব্যাপারে মনে ঘৃণা পুষে রাখবে, নিশ্চিতভাবে তার মাধ্যমে গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

৫. রাগ ও প্রতিশোধ :

রাগ মানুষকে অনেক নীচে নামাতে পারে। রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক অস্বাভাবিক কাজ করে ফেলতে পারে। রাগের কারণে মুখের ভাষা বল্গাহীন হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে বেফাঁশ কথা-বার্তা বের হয়। মনের ঝাল মিটানোর জন্য অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে লাগামহীন কথা বলা হয়। সেজন্য ভিন্নমত পোষণকারী, শত্রু ও অসদাচরণকারীর উপর রেগে গিয়ে নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান থাকা উচিত। কারণ শয়তান রাগের সুযোগে বান্দার উপর আক্রমণ করে বসে এবং তার মাধ্যমে গীবত করিয়ে নেয়। আর মানুষ যখন রাগের আগুনে দগ্ধ হয়, তখন সে পশুর মত প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, أَوْصِنِي يَا رَسُولَ اللهِ ' হে আল্লাহর রাসূল! আমকে অছিয়ত করুন'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, لَا تَغْضَبْ 'তুমি রাগ করো না'। অপর বর্ণনায় এসেছে, লোকটা কয়েকবার প্রশ্ন করলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেকবার একই জবাব দেন যে, রাগ করো না। রাবী বলেন, فَفَكَّرْتُ حِينَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ، فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّه، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, রাগ সব ধরনের অনিষ্টকারির মূল'।

আহমাদ হা/২৩১৭১; বুখারী হা/৬১১৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪৬; সনদ ছহীহ।

জা'ফর ইবনে মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، 'রাগ সকল অকল্যাণের চাবিকাঠি'।

ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৩৬৩।

ইবনে তীন (মৃ. ৬১১ হি.) বলেন, جَمَعَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ لَا تَغْضَبْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِأَنَّ الْغَضَب يؤول إِلَى التَّقَاطُعِ وَمَنْعِ الرِّفْقِ وَرُبَّمَا آلَ إِلَى أَنْ يُؤْذِيَ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِ فَيُنْتَقَصُ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ، 'রাগ করো না, এই উপদেশের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণকে একত্রিত করেছেন। কেননা রাগ সম্পর্কচ্ছেদের দিকে ধাবিত করে এবং কোমলতা থেকে বঞ্চিত রাখে। কখনো কখনো রোষানলে পতিত ব্যক্তির ক্ষতি করতে প্ররোচিত করে। ফলে দ্বীনদারিতা চরমভাবে হ্রাস পায়'।

আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৫২০।

এই বিষয়টি সবার কাছে পরীক্ষিত যে, অনেক সময় মানুষ রাগের বশবর্তী হয়ে এবং প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে পরনিন্দা করে থাকে।

৬. শত্রুতা ও হিংসা :

গীবতের একটি প্রত্যক্ষ কারণ হ'ল শত্রুতা ও হিংসা। শত্রুর দোষ-ত্রুটি যত সামান্যই হোক তা প্রকাশ করে গীবতকারী মনের ঝাল মেটানোর চেষ্টা করে। অনুরূপভাবে হিংসার আগুন পরনিন্দার প্রবণতাকে উসকে দেয়। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'হিংসার কারণে মানুষ গীবতে লিপ্ত হয়। সে যখন কাউকে দেখে যে, সবাই তার প্রশংসা করে এবং সম্মান করে তখন সে হিংসায় জ্বলে যায় এবং অন্য কোন কিছুর ক্ষমতা না থাকায় তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করতে থাকে, যেন তার প্রশংসা ও সম্মান না করা হয়। সে কামনা করে মানুষের মাঝে তার মর্যাদা না থাকুক, যাতে মানুষ তাকে সম্মান করা থেকে বিরত থাকে। কেননা মানুষের মুখে ঐ ব্যক্তির প্রশংসা শোনা তার কাছে অনেক কঠিন মনে হয়। এটাই হিংসা। এটা রাগ বা ক্ষোভ না। কারণ যার উপর রাগ করা হয় তার থেকে কোন অপরাধ দাবী করা হয় না। পক্ষান্তরে হিংসা উত্তম বন্ধু ও নিকটাত্মীয়দের সাথেও হয়ে থাকে'।

ইহয়াউ ‘উলূমিদ্দীন, ৩/১৭৪।

৭. অন্যের প্রতি কুধারণা :

কুধারণাকে বলা হয় মনের গীবত। কারো ব্যাপারে মনে খারাপ ধারণা তৈরী হ’লে পরনিন্দার দুয়ার খুলে যায়। কুধারণার ভিত্তিতে করা গীবতের ভয়াবহতা বেশী। কারণ সাধাণভাবে গীবত হ’ল ব্যক্তির মাঝে যে দোষ-ত্রুটি বাস্তবেই থাকে, সেই বাস্তবসম্মত বিষয়টিই অন্যের কাছে বলে ফেলা গীবত। কিন্তু কুধারণার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ব্যক্তির মাঝে যে দোষ নেই তা কল্পনা করা হয় এবং সন্দেহমূলকভাবে তা অন্যের কাছে প্রচার করা হয়। সেজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতে কুধারণা পোষণ করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ ‘তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক! কেননা ধরণা করে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা’। বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩।

ইবনু রাসলান বলেন, يجب عليك السكوت بقلبك عن سوء الظن، فإن سوء الظن بالمسلم غيبة بالقلب، وهي منهي عنها، ‘কুধারণা থেকে বিরত থেকে তুমি তোমার অন্তরকে নীরব রাখ। কেননা মুসলিমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করা অন্তরের গীবত। আর এটা নিষিদ্ধ’।
ইবনু রাসলান আর-রাম্লী, শরহ সুনান আবী দাঊদ ১৯/১৩৯।

৮. নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে না তাকানো :

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। কম-বেশী সবার মাঝে দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। কিন্তু যারা নিজেদের দোষ-ত্রুটির দিকে নযর দেয় না এবং নিজেকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না, তারাই অপরের নিন্দাবাদে বেশী তৎপর থাকে। তাই তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُبْصِرُ أَحَدُكُمُ الْقَذَاةَ فِي عَيْنِ أَخِيهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِي عَيْنِه، ‘তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের চোখে সামান্য খড়-কুটো দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখে আস্ত গাছের গুঁড়ি দেখতে ভুলে যায়’।

ছহীহ ইবনু হিববান হা/৫৭৬১; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০১৩।

অর্থাৎ মানুষ অন্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি অনেক বড় করে দেখে এবং সেগুলো নিয়ে গীবতে লিপ্ত হয়। কিন্তু নিজের মধ্যে যে তার চেয়ে শতগুণ মারাত্মক ত্রুটি আছে সেদিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

৯. ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির নৈকট্য কামনা :

বিভিন্ন অফিস-আদালত ও সংগঠনে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা নেতার কাছে ভালো সাজার জন্য অন্যের দোষ চর্চা করা কিছু মানুষের মজ্জাগত স্বভাব। অন্যকে অযোগ্য প্রমাণিত করে নিজেকে উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপনের কোশেশ থেকে এই গীবতের উৎপত্তি হয়। আবার কখনো নিজের দোষ ঢাকার জন্য গীবত করা হয়, যাতে নিজের ত্রুটিকে হালকা প্রমাণিত করা যায়।

ইমাম গাযালী বলেন, ‘গীবতকারী যখন বুঝতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি উচ্চপদস্থ লোকের কাছে তার দোষ বর্ণনা করবে বা তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে, তখন সে পূর্ব থেকেই ঐ লোকের দোষ বর্ণনা করা শুরু করে, যাতে তার সম্পর্কে কিছু বলা হ’লে সেটা শোনার মতো অবস্থা না থাকে। অথবা সত্য বিষয়গুলো দিয়ে আলোচনা শুরু করে, যাতে পরবর্তীতে মিথ্যা বলতে পারে। তখন প্রথম সত্যের সাথে মিথ্যা চালিয়েদিবে। আবার কখনো কখনো সে নিজের দোষ থেকে নির্দোষ হওয়ার জন্য অন্যের গীবত করে। এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তির নাম নিয়ে বলা হয়- সেও তো এরকম করেছে কিংবা এ কাজে সেও আমার সাথী ছিল’।

ইহ্য়াউ ‘উলূমিদ্দীন ৩/১৪৬-১৪৭।

১০. গীবতের মজলিসে বসা এবং গীবতের পরিবেশে বেড়ে ওঠা :

পরিবেশ ও সঙ্গের মাধ্যমে প্রভাবিত হওয়া মানুষের স্বভাব। বিবেকের লাগাম টেনে এটাকে যদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা যায়, তাহ'লে বন্ধু-বান্ধব ও আশ-পাশের লোকের প্রভাবে পরনিন্দার ঘেরাটোপে আটকে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া গীবতের পরিবেশে বেড়ে উঠলে গীবতকে পাপ মনে করার মানসিকতা লোপ পেয়ে যায়। ইমাম গাযালী বলেন, 'অন্যের দেখাদেখি এবং তার সুরের সাথে সুর মিলানোর জন্য অনেকে গীবতে লিপ্ত হয়। আপন সঙ্গী কারো ব্যাপারে মন্দ আলোচনা করলে সে মনে করে তার মতো না বললে সে বুঝি বেজার হয়ে যাবে কিংবা বন্ধুত্ব ছেড়ে দিবে। তখন সে তার বন্ধুর কথার ন্যায় কথা বলতে থাকে এবং এটাকে সামাজিকতা মনে করে। সে মনে করে এর মাধ্যমে সে পরিবেশের সাথে তাল মিলাচ্ছে। অনেক সময় সঙ্গী-সাথীরা কারো প্রতি রাগ দেখালে সেও তার ওপর রাগ দেখায়, সে তার বন্ধুদের একথা বুঝাতে চায় যে, বিপদ-আপদে, দুঃখ-কষ্টে সর্বদা সে তাদের সাথেই আছে'। ইহ্য়াউ 'উলূমিদ্দীন ৩/১৪৬

গাযালী (রহঃ)-এর কথাটা যে কতটা বাস্তবসম্মত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনেক সময় আমরা শুধু মুখ রক্ষার স্বার্থে, সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য এবং সামাজিকতা বজায় রাখার নিমিত্তে গীবত চর্চা করি। এমনকি কখনো কখনো গীবত অপসন্দ করা সত্ত্বেও ঈমানী দুর্বলতার কারণে এখান থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারি না। অথচ আমরা জানি গীবত করা যেমন মহাপাপ, তেমনি মুগ্ধ হয়ে গীবত শোনা এবং তাতে সায় দেওয়াও পাপ। মহান আল্লাহ আমাদের গীবত করা এবং শোনা থেকে হেফাযত করুন। গীবতকারী ও গীবতের পরিবেশ থেকে আমাদেরকে যোজন যোজন দূরে রাখুন- আমীন!

গিবতকারীর শাস্তিহজরত হাসান ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মেরাজের রাতে আমাকে এমন একদল মানুষের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। যাদের নখ ছিল তামার। তারা নখ দ্বারা মুখমণ্ডল ও দেহের গোশত আচড়াচ্ছিলো। আমি জিবরাঈল কে জিজ্ঞাসা করলাম ওরা কারা? তিনি বললেন,

ওরা ঐ সব লোক যারা তাদের মুসলমান ভাইয়ের গিবত করত এবং ইজ্জতহানী করতো।' (মাজহারি)

পরিশেষে...গিবত করা হারাম এবং কবিরা গোনাহ। গিবতের মাধ্যমে আল্লাহর হক ও বান্দার হক দুটোই নষ্ট করা হয়। মানবজীবনে পরনিন্দা ও পরচর্চায় পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, বিদ্বেষ জন্মে ও সমাজের শান্তি-শৃংখলা বিনষ্ট হয়। তাই গিবত পরিত্যাগ করা অত্যন্ত জরুরি।

গিবত পরিত্যাগে প্রিয়নবি নসিহত মেনে চলা আবশ্যক। হাদিসে এসেছে-

হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-'তোমরা একে অপরের নিন্দা কর না। আর পরনিন্দা হলো অপর ভাইয়ের এমন দোষ বর্ণনা করা যা তার অপছন্দ। যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের দোষ অনুসন্ধান করে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানজনক শাস্তি দিবেন।' (তিরমিজি)

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মানুষের ব্যক্তি, পারিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে অন্যের দোষ বর্ণনা তথা গিবত পরিহার করার তাওফিক দান করুন। গিবত তথা পরনিন্দার ভয়বহতা, ক্ষতি ও শাস্তি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

একটু চেষ্টা করলে আল্লাহর রহমতে আমরাও এই গুণ অর্জন করতে পারব। গালি শুনে, গীবতের কথা শুনে বা অন্য কোনো কারণে কারো বিরুদ্ধে মনের মধ্যে ক্রোধ, হিংসা বা বিদ্বেষ সঞ্চিত হলে বেশি বেশি আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে মনকে যথাশীঘ্র শান্ত করার চেষ্টা করুন। কিছুটা শান্ত হওয়ার পরে নিজের জন্য ও উক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রাণখুলে

দোওয়া করুন, যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে ক্ষমা করে দেন ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দেন। যেন আল্লাহ আপনাকে ও তাকে জান্নাতে একত্রিত করেন। যার বিরুদ্ধে রাগ বা বিদ্বেষ হয় তার জন্য দু'আ করুন অথবা তার বিষয় আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্তরকে পবিত্র করুন। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক প্রদান করুন ; আমীন।

পরিশেষে বলা যায়, তলায় ছিদ্র বিশিষ্ট বালতিতে যতই পানি ঢালা হোক না কেন, সেই বালতি কখনো পূর্ণ হবে না। বালতি পূর্ণ করতে হ'লে তার ছিদ্রটা বন্ধ করতে হবে। অনুরূপভাবে গীবতের মাধ্যমে আমলনামার পাত্রটা ছিদ্র করে ফেললে আমলের নেকী তাতে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়; ফলে গীবতকারী ক্বিয়ামতের দিন নিঃস্ব, সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

সুতরাং আমরা জিহবার হেফাযত করি। গীবত থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। কথাবার্তা, আলাপচারিতা এবং গল্পের আড্ডায় কারো গীবত হয়ে যায় কি-না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারো নামে লেখালেখি ও বক্তব্য দেওয়ার আগেও চিন্তা করে দেখতে হবে যে, এই লেখা, শেয়ার, পোস্ট, কমেন্টের মাধ্যমে কোন ভাইয়ের মর্যাদাহানি হচ্ছে কি-না বা কারো গোপন বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে কি-না? মহান আল্লাহ আমাদের সার্বিক জীবনকে গীবত থেকে নিরাপদ রাখুন। সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। পার্থিব জীবনের সফরে কেবল তাঁর ইবাদতে ব্যস্ত থাকার সৌভাগ্য দান করুন। আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল থেকে পরিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন।